CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • বোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 24 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৯ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইপিএফটির তিন কর্মীর বিরুদ্ধে জঙ্গী সহযোগীর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুলাই।। গ্রেপ্তার হওয়া উগ্রপন্থীর সাথে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার না করেই প্রশাসনকে ফিরে আসতে হয় এলাকাবাসীদের চাপে পড়ে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীনে তুইকর্মা এডিসি ভিলেজের নিরঞ্জন হাটি এলাকায়।

ফলে তেলিয়ামুড়া পুলিশ আধিকারিকের কথামতো তেলিয়ামুড়া থানার ওসি মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মাকে ফোন করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজন নিরাশ দেববর্মা, প্রভাত দেববর্মা, ও শচীন্দ্র দেববর্মাকে নিয়ে আসতে বলে বৃহস্পতিবার।পুলিশের কথামতো বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় এগারটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রীসহ ডুকলী বাজারে ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ২৩ জুলাই।। বৃহস্পতিবার হাপানিয়া ডুকলী বাজারে ২০কোটা ব্রাউন সুগার এবং ইয়াবা টেবলেট সহ ২যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় এলাকাবাসী। তাদের বিরুদ্ধে গত ২মাস ধরে ডুকলী ঋষিপাড়া থেকে অভিযোগ আসছিল ওরা এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করছে। এলাকার যুবসমাজকে এই দুই নেশাকারবারী অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। নেশাকারবারীদের মধ্যে একজন বিরাজ ঋষিদাস এবং অপরজন সাগর ঋষিদাস। তাদের বাড়ি ডুকলি ঋষিদাস পাড়ায়। এলাকাবাসী হাতে নাতে এই ২ কুখ্যাত নেসাকারবারিকেআটক করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ আরও একজনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে হল দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমিত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০-এ। অদিকে, বৃহস্পতিবার নতুন করে আরও ২০৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে জানিয়েছেন, এদিন ৪৪৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২০৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ আসে।

২০৬ জন নতুন আক্রান্ত, ২৭ জুলাই থেকে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে টেস্ট প্রক্রিয়ার সার্ভে শুরু

তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ২০৬ জনের মধ্যে এন্টিজেন টেস্টে পাওয়া গিয়েছে ১৩৬ জন। বিমানযাত্রী ৭ জন, কনটেইনমেন্ট জোনে ৫ জন, সংস্পর্শে ৪২ জন, উপসর্গে ৯ জন এবং বাইরে থেকে ভ্রমণ করে আসা ৭ জন। তাছাড়া এই ২০৬ জনের মধ্যে জেলা ভিত্তিক হিসেবে দেখা গিয়েছে, পশ্চিম জেলায় ৩৩ জন, উত্তর জেলায় ২৭ জন, গোমতী জেলায় ৪৬ জন, ধলাই জেলায় ১০ জন, দক্ষিণ জেলায় ২০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৬১ জন, খোয়াই জেলায় ৮ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পূর্ব মির্জার বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি জনৈক ব্যক্তির করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি গত ১৭ জুলাই আগরতলার জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের পুরুষ ওয়ার্ডে ভরতি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। গতকাল গভীর রাতে কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যে আগামী ২৭ জলাই সোমবার থেকে ব্যাপকভাবে কোভিড-১৯ টেস্ট প্রক্রিয়ার সার্ভে শুরু হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে কারোর কোন ধরণের উপসর্গ আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা হবে। যদি দেখা যায় কারোর কোন উপসর্গ রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার নমুনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের আশ্রমে নির্যাতনের শিকার ত্রিপুরা ও মিজোরামের ১০ নাবালক, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। সুশিক্ষা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরাম থেকে ১০টি শিশুকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের একটি আশ্রমে। ওই অপরাধে মুজফফরনগর গৌড়ীয় মঠের মহন্ত স্বামী ভক্তিভূষণ গোবিন্দ মহারাজ এবং তাঁর সহযোগী মোহন দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভোপা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৭, ৫০৪ এবং দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট বা পোক্সো আইনের ধারায় মামলা হয়েছে। এ-বিষয়ে টিসিপিসিআর চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষ বলেন, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মিটিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরামের ১০টি শিশুকে ফিরিয়ে আনা হবে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সহজসরল মানুষদের ঠকিয়ে তাঁদের সন্তানদের নিয়ে ঘৃণ্য কাজ করা হচ্ছে। শারীরিক অত্যাচারের সাথে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের মোজফফরনগরে এমনই নিন্দনীয় ঘটনায় ধর্মগুরু জড়িয়ে পড়েছেন। এনসিপিসিআর উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম সরকারকে আশ্রমে উদ্ধারকৃত ১০টি শিশুকে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ-বিষয়ে টিসিপিসিআর চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষ বলেন, ত্রিপুরা থেকে চার এবং মিজোরাম থেকে ছয়টি শিশুকে উত্তরপ্রদেশে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুজফফরনগরে অবস্থিত গৌড়ীয় মঠে মহন্ত তাদের শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন করেছেন। সিডব্লিউসি-র সহায়তায় ওই নাবালকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের আন্দোলনে পুলিশ বাধা দেয়ায় মেলারমাঠে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজধানীর মেলার মাঠে সিপিআইএমের আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিআইএম বৃহস্পতিবার মেলারমাঠে এক প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করার চেষ্টা করে। তখন ঐ পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাধা দেয়।তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীরা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন। পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে এডি নগর পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়।

ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিআইএমের নেতৃবৃন্দ। দলীয় নেতা মানিক দে বলেন, ধরনের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন রাজ্যে আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন আন্দোলন করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিআইএম মেলার মাঠে আন্দোলন করার সময় পুলিশের বাধা দানের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দাজনক বলে তিনি অভিহিত করেছেন। এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে সিপিআইএমের আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সিপিআইএম রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আন্দোলনের অধিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পণ্য আসা শুরু, ট্রানজিট কার্গো পৌঁছল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। সাতটি জীবনরেখায় সমৃদ্ধ হচ্ছে ত্রিপুরা। ঐতিহাসিক ট্রানজিট কার্গো রাজ্যে পৌঁছতেই খুশি জাহির করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ১৯৬৫ সাল থেকে দাবি জানানো হচ্ছে। আজ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পণ্য আসা শুরু হয়েছে। তার জন্য তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে প্রবেশ করেছে ইন্দো-বাংলা কোস্টাল চুক্তি অনুযায়ী কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে আসা প্রথম ট্রানজিট কার্গো। ১৯৬৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার জন্য ভারতের এই দাবি ছিল। যা আজ বাস্তবের রূপ দেখেছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে ত্রিপুরার পাশাপাশি গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উপকৃত হবে। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই ট্রানজিট কার্গোকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের নেতৃত্বে ত্রিপুরা উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম আমলে ত্রিপুরায় একটিমাত্র জীবনরেখা ছিল। আজ ত্রিপুরা সাতটি জীবনরেখায় যুক্ত হচ্ছে। স্থল, জল এবং আকাশ, সবক্ষেত্রেই ত্রিপুরা ক্রমশ যোগাযোগ-বান্ধব হয়ে উঠছে। এই ট্রানজিট কার্গোকে স্বাগত জানানোর পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ উভয়ই লাভান্বিত হবে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ত্রিপুরার সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় একটি জীবনরেখা ছিল। তাও চোরাইবাড়ি থেকে দীর্ঘ সড়ক বর্ষাকালে হয়ে থাকতো যাতায়াতের অনুপযুক্ত। ফলে পণ্যবাহী লরি ত্রিপুরায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতো। এর সরাসরি প্রভাব পড়ত রাজ্যের বাজারগুলিতে।

তাঁর দাবি, পণ্য আমদানিতে বিঘ্ন ঘটায় আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবন হয়ে উঠত বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় ত্রিপুরায় নতুন করে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের সংস্কার কাজ অনেকাংশে সম্পন্ন হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রাজ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। দীর্ঘদিন কুমারঘাট পর্যন্ত ছিল রেল এবং তা ছিল মিটারগেজ। আজ মিটারগেজ রূপান্তরিত হয়েছে ব্রডগেজে। রেল সাব্রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শুধু তা-ই নয়, আগরতলা-আখাউড়া রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। সাথে জলপথ ব্যবহার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শীঘ্রই শুরু হচ্ছে প্লাজমা থ্যারাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। করোনা-র চিকিৎসায় ত্রিপুরায় খুব শীঘ্রই প্লাজমা থ্যারাপি শুরু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও প্লাজমা থ্যারাপির ফলে যথেষ্ট সাফল্য মিলেছে। তাই সম্ভবত প্লাজমা ব্যাংক গঠনে ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রতিদিন করোনা-য় মৃত্যুর হারও বাড়ছে। অথচ, করোনা-র নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার হয়নি। মেডিসিন কিংবা ভ্যাকসিন পাওয়া যথেষ্ট সময়ের ব্যাপার বলেই মনে করা হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্লাজমা থ্যারাপি যথেষ্ট সফলতা পেয়েছে।

অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টারস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় প্লাজমা থ্যারাপি চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে ইতিপূর্বে সংগঠন করোনা-মুক্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে স্বেচ্ছায় প্লাজমা দানের আবেদন জানিয়েছে। সূত্রের খবর, করোনা-মুক্ত অনেকেই স্বেচ্ছায় প্লাজমা দান করতে আগ্রহী বলে নাম নথিভুক্ত করতে চাইছেন। তাতে সহজেই প্লাজমা ব্যাংক গঠন করা সম্ভব বলেও মনে করা হচ্ছে।

আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় প্লাজমা থ্যারাপি চালু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। খুব শীঘ্রই এই থ্যারাপি ত্রিপুরায় চালু হচ্ছে। তাতে, করোনা আক্রান্তরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে। চিকিৎসকদের দাবি, করোনা আক্রান্ত সুস্থ হওয়ার পর তাঁর রক্ত থেকে প্লাজমা নেওয়া যায়। সেই প্লাজমা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। তাতে সাফল্য মিলেছে। দিল্লিতে প্রথম প্লাজমা থ্যারাপিতে সফলতা এসেছে। এর পরই বিভিন্ন রাজ্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

কুলাইয়ে লোহার ব্রিজ ভেঙ্গে নদীতে কয়লা বোঝাই লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসা কুলাই সড়কে কুলাই সংলগ্ন এলাকায় একটি কয়লা বোঝাই লরি কুলাই নদীতে লোহার ব্রিজের ওপর ভেঙে পড়ল। এর ফলে আমবাসা কমলপুর সড়কে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় জনদর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

জানা গেছে অধিক পরিমাণ কয়লা বহন করে নিয়ে আসার ফলেই কোন নদীর উপর লোহার সেতু ভেঙ্গে কয়লা বোঝাই নিচে পড়ে যায়। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ লোহার সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। লোহার সেতুটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। একদিকে অধিক পরিমাণ কয়লা বোঝাই করে কয়লা বোঝাই লরিটি সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

কয়লা বোঝাই লরি নদীর ওপর সেতু ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুলাই।। বিশালগড় থানা এলাকার পাথারিয়াদাঁড়ায় সংঘবদ্ধ হামলায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম শিল্পী সরকার। অচৈতন্য অবস্থায় ওই মহিলাকে প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শিল্পী সরকারের একটি গবাদি পশু প্রতিবেশী কিরণ বাউলের ফসল খেয়ে ফেলে। এরই জের ধরে কিরণ বাউল ও তার পরিবারের লোকজন রা মিলে শিল্পী সরকারের ওপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালায়। তাতে শিল্পী সরকার গুরুতরভাবে আহত হয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকা শিল্পী সরকারকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা এই হাসপাতালে পৌঁছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষাটোর্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করল প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার সিপাহীপাড়াতে ৬৫ বছর বয়সী এক মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা যায় ওই মহিলা তার বোনের বাড়িতে থাকতেন। ভোররাতে প্রাকৃতিক কার্য্য করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলে প্রতিবেশী এক যুবক তাকে তুলে নিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে।

ধর্ষণকারীর পরিবারের লোকজন বিষয়টি ধর্ষিতার বোনকে জানায় এবং ধর্ষিতাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ধর্ষিতা বৃদ্ধা মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধর্ষিতা বৃদ্ধা তার জবানবন্দিতে পুলিশকে জানিয়েছেন ভোররাতে প্রাকৃতিক কার্য্য আসার জন্য ঘর থেকে বের হলে প্রতিবেশী যুবক মুখে চাপা দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফিসে মদের আসর, ৪ মদমত্ত কর্মচারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। বামুটিয়া গান্ধীগ্রাম এর ফরেস্ট ট্রেনিং ডিভিশনে প্রতিনিয়তই বসে মদের আসর। দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের অভিযোগ ওঠে আসছে। ফরেস্ট ট্রেনিং ডিভিশনের আধিকারিক এই অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন। অফিসের চার কর্মচারীকে অফিস চলাকালীন সময়ে মদমত্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।

জানা গেছে, অফিস চলাকালে অফিসের ভিতরে মদের আসর বসিয়েছিল ওই চার কর্মচারী। অফিস কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে।অভিযুক্ত ৪ কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মদমত্ত অবস্থায় অফিস থেকে আটক চারজনকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ আধিকারিক। অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসের ভিতরে মদের আসর বসানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্মচারী মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এ ধরনের কার্যকলাপ গোটা কর্মচারী সমাজকে কলোষিত করার অপপ্রয়াস বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার সিপাহীপাড়া থেকে শান্তনু নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে তার মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে লেফুঙ্গা থানা পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার সাব্রুমের দমদমা স্কুল এলাকায় বালি বোঝাই ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় অ্যাম্বুলেন্সের। তাতে অ্যাম্বুলেন্সের চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

গণধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর নির্যাতিতার সাথে কথা বলল মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার খাসিয়ামঙ্গলের তুইমধু এলাকায় গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত এক অভিযুকত্রে বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেছেন উত্তেজিত জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলাকায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রুপেশ সরকার নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রতিবেশী এক নাবালিকার প্রনয়ের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সুবাদে সরকার ওই নাবালিকাকে নিয়ে চাকমা ঘাট স্থিত ইকো পার্কে বেড়াতে যায়। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর রুপেশ সরকার চাকমা ঘাট অটো স্ট্যান্ড এ নিয়ে যায় ওই নাবালিকা প্রেমিকাকে। সেখানে রুপেশের পরিচিত কাশেম মিয়া , জাহেদ মীয়া ও আরো দুজন গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকেই নাবালিকাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে খাসিয়া মঙ্গলের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। অপরদিকে রূপের বাইক নিয়ে বাড়িতে চলে যায়।গণধর্ষণের পর নাবালিকাকে মহারানীস্থিত ইউবিআই ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে রাত আটটা নাগাদ রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে।গণধর্ষণের পর নাবালিকাকে মহারানী পরিচিত ইউবিআই ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে ফেলে দেওয়ার পর অসহায় নাবালিকা তার প্রেমিকার মোবাইলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮১ ▫ ২৪ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ৯ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিপন্ন সময়ে ভ্যাকসিন ভরসা

এই সুসংবাদের জন্যই গোটা পৃথিবী উন্মুখ হইয়া আছে। করোনা ভ্যাকসিন বাজারে আসিতে পারে ডিসেম্বরে। এই ভ্যাকসিনের দাম আনুমানিক হাজার টাকা পড়িবে। কিন্তু, সরকার তাহা ক্রয় করিয়া বিনামূল্যে জনসাধারণকে দিবার পরিকল্পনা আছে। এমনটাই জানাইয়াছেন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারি সংস্থা পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তা। সোমবারই বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সংক্রান্ত ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম মানব ট্রায়ালের তথ্য সংকলনের কাজ করিতেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সিরাম ইনস্টিটিউটের তরফে জানাইয়া দেওয়া হইল তাহারা যত সংখ্যক ভ্যাকসিন তৈরী করিবে তাহার ৫০ শতাংশ বরাদ্দ থাকিবে ভারতের জন্য। অধিকাংশ ভ্যাকসিন কিনিবে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। মানুষকে বিনামূল্যে টীকাকরণ করা যাইবে। অধিকাংশ ভ্যাকসিন কিনিবে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। প্রসঙ্গত, সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া হইল ভারতে বৃহৎ ভ্যাকসিন নির্মাতাগুলির অন্যতম। যদি ট্রায়াল ফলাফল সব ঠিকঠাক হয় তাহা হইলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগি হিসাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরী করিবে।

ভ্যাকসিন ছাড়া যে কোভিড-১৯ এর হাত হইতে মুক্তি নাই তাহা অনেকটাই স্পষ্ট হইয়াছে। অতীতেও ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত বিশ্বের বহু মানুষের প্রাণ ছিনাইয়া নিয়াছে। ভ্যাকসিন আবিস্কারই এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে সাফল্য মিলিয়াছে। গুটি বসন্ত নির্মূল হইয়াছে এই ভ্যাকসিন আবিস্কারের কারণেই। আজ বিশ্ব জুড়িয়া করোনা মোকাবেলায় ভ্যাকসিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছে গোটা বিশ্ব। কিন্তু, ভ্যাকসিন আবিস্কারই শেষ কথা নহে। তাহার জোর পরীক্ষা নীরিক্ষা, মানব দেহে তাহা কতখানি কার্য্যকরী ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত না হইবে ততক্ষণ ভ্যাকসিন করোনা প্রতিরোধে বাজারে আসিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী চিকিৎসা গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির সাধনা। বিশ্বের এত এত চিকিৎসা বিজ্ঞানীর তপস্যা নিশ্চয়ই সাফল্য আনিবে। বিশ্বে কয়েক লক্ষ মানুষ করোনার ছোবলে প্রাণ হারাইয়াছেন। সব চাইতে বেশী বিপর্য্যস্ত অবস্থা মহা শক্তিধর দেশ আমেরিকার। বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বেশী আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আমেরিকায়। সেই আমেরিকাবাসীও প্রহর গুনিতেছেন সেই ভ্যাকসিনের। এই প্রচেষ্টা যাহাতে সাফল্য পায় সে জন্য আজ গোটা বিশ্বকেই একযোগে কাজ করিতে হইবে। অসাধ্য সাধনই মানবজাতির বড় কাজ। কত চমকাইয়া দেওয়ার মত আবিস্কার হইয়াছে। সেখানে ভ্যাকসিন আবিস্কার নিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন।

যেভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়িয়া চলিয়াছে সেখানে লক ডাউন ইত্যাদি নিয়া করোনা প্রতিরোধ করা যাইবে না। অন্তত ইহাই বড় বেশী ঠাহর হইতেছে। করোনার প্রতিরোধ করিতে হইলে, তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ভ্যাকসিন চাই। ভ্যাকসিন না হইলে কি পৃথিবী বাঁচিবে? সভ্যতা বাঁচিবে? বিশ্বের এত বড় সভ্যতাই তো এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। মানুষ না বাঁচিলে সভ্যতাই তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। সেই ধ্বংসের মুখে কি পৃথিবী? যুগ যুগ ধরিয়া এই বিশ্ব সভ্যতা জাগিয়া উঠিয়াছে। রামায়ন মহাভারতের যুগ হইতেই তো বিশ্বের নানা কীর্তি নানা ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আজ কেন, তে শক্তিধর পৃথিবী করোনার কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ইহা আত্মসমর্পণ ছাড়া কি? গোটা পৃথিবীই তো ধ্বংসের মুখে। আজ মানুষের সামনে ভয়াল পরিণতি। রুটি রুজির পথ স্তব্ধ। মানুষ এখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। পরিস্থিতি এমন চলিলে সাধারণ মানুষের মরণ ছাড়া তো পথ থাকিবে না। গোটা বিশ্বই তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। নীরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করিতেছে। সরকার, মেডিকেল সায়েন্স নিরুপায় হইয়া প্রহর গুনিতেছেন। এই ভাবে, একটি সভ্যতা তিল তিল করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে? সৃষ্টির আদিকাল হইতেই তিল তিল করিয়া বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ মানব সভ্যতা আগাইয়াছে। সেই সভ্যতাই তো আজ ধ্বংসের মুখে। পৃথিবীকে বাঁচাইতে এখন চাই ভ্যাকসিন। করোনা ধ্বংসের মহা অস্ত্র যতদিন আবিস্কার এবং সহজলভ্য না হইবে ততদিন পৃথিবী বাঁচিবে না। মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকা। করোনার থাবা মৃত্যুকে যেভাবে আলিঙ্গন করে সেইভাবেই ধ্বংসের ভয়াবহ পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং আজ ভ্যাকসিন চাই, ভ্যাকসিন। ধ্বংসের বিরুদ্ধে সভ্যতা রক্ষায় মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে ভ্যাকসিন ছাড়া নান্য পন্থা।

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বড়সড় রদবদল তৃণমূলের সাংগঠনিক পদে

কলকাতা, ২৩জুলাই (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন তার দল যাতে আগামী দিনেও ভালোভাবে চলতে পারে সেই জন্য যুবদের তৈরি করে যাবেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের দলীয় বৈঠকে সাংগঠনিক পদের রদবদল ঘটালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পদের রদবদল করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী যুবদেরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বেশ কিছু জায়গায় পুরনোদের সরিয়ে তুলনামূলক নতুনদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনের নেতা তৈরি করার ইঙ্গিত।

হাওড়ায় জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়কে। তার বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত তরুণ মুখ ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী লক্ষীরতন শুক্লাকে। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা সভাপতির পদ থেকে অর্পিতা ঘোষকে সরিয়ে তার বদলে দায়িত্ব পেয়েছেন গৌতম দাসকে।

এছাড়া নদিয়ায় জেলা সভাপতি করা হয়েছে সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। নদীয়ার জেলা সভাপতি গৌরীশংকর দত্ত কে সরানো হলো। কোচবিহারে তৃণমূল সভাপতি হলেন প্রাক্তন সাংসদ এবং তুলনামূলক তরুণ পার্থপ্রতিম রায়। আগে পার্থবাবুর জায়গায় ছিলেন বিনয় কৃষ্ণ বর্মন। অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের তৃণমূল জেলা সভাপতি বীরবাহা সোরেন কে অপসারণ করে সেই জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুলাল মুর্মুকে। তবে বীরবাহা সোরেন কে ঝারগ্রাম এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার তৃণমূলের নতুন জেলা সভাপতি হলেন গুরুপদ টুডু। বাঁকুড়া জেলার নতুন সভাপতি শ্যামল সাঁতরা। আগে বাঁকুড়া জেলা সভাপতি ছিলেন শুভাশিস বটব্যাল। তবে শুধু দক্ষিনে নয় উত্তরবঙ্গ রদবদল করেছেন দলনেত্রী।

এদিকে চেয়ারম্যান নামক একটি নতুন পদ গঠন করেছে রাজ্যের শাসক দল। সেখানে উত্তর কলকাতার চেয়ারম্যান করা হয়েছে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কে। উত্তর ২৪ পরগনার চেয়ারম্যান করা হয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ কে। এবং দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান হয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। শুধু রদবদলই নয় বিভিন্ন জেলায় কিভাবে কাজ হচ্ছে তার সাথে সংযোগ বজায় রাখতে এবং সেদিকে নজর দিতে সাত সদস্যের কোর কমিটি ও ২১ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাত সদস্যের কমিটিতে আহবায়ক পদে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এছাড়াও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম এবং শান্তা ছেত্রী। পাশাপাশি ২১ সদস্যের রাজ্য কমিটিতেও আহবায়ক পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সুব্রত বক্সি। এছাড়া ওই কমিটিতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন পান্ডে, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, গৌতম দেব, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অর্পিতা ঘোষ, নাদিমুল হক, হিতেন বর্মন, মমতা ঠাকুর, মৃগাঙ্ক মাহাতো, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও ব্রায়েন।

তবে এদিন শুধু শীর্ষ স্তরেই নয় রদবদল হয়েছে যুব তৃণমূল স্তরেও। সেখানে সভাপতি পদে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্যটন টানতে গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে বিকশিত করা দরকার

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

ভাববেন না যে বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড -১৯ জেরে সরকারী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলিতে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রকল্পগুলি একেবারেই বন্ধ হয়নি। সত্যটি হ''ল সরকারের সমস্ত বিভাগ আগের মতোই সক্রিয়। এই সময়ে সরকারের অন্যতম ফোকাস হ''ল ভগবান বুদ্ধ এর প্রতি বিশ্বাসী দেশগুলি থেকে পর্যটকদের নিয়ে আসা। এটি পর্যটকদের একটি খুব বড় দল। এখনও অবধি আমরা বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের ভারতের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে আনতে ব্যর্থ হয়েছি। এটা সত্য। এখন অবধি আমরা তাজমহল এবং ডাল লেক ছাড়া পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিনি।

আপনি যদি কখনও থাইল্যান্ড বা শ্রীলঙ্কায় না যান। তবে আপনি বিশ্বাসই করবেন না যে বুদ্ধ দেশগুলির হাজার হাজার পর্যটক সেখানে বুদ্ধ মন্দিরগুলি সর্বদা পরিদর্শন করেন। ভগবান বুদ্ধের প্রতিমা দেখে তারা অভিভূত হন। এদিকে বৌদ্ধ দেশ থেকে পর্যটকদের ভারতে আনার প্রয়াসে সরকারের একটি বড় সিদ্ধান্ত হ''ল কুশিনগর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করা। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক। ভারতের প্রতি বছর কমপক্ষে দেড় কোটি বৌদ্ধ পর্যটককে আকৃষ্ঠ করা উচিত। বর্তমানে কেবল কয়েক লক্ষ বৌদ্ধ পর্যটক আমাদের দেশে আসে। বৌদ্ধ পর্যটকদের বিশেষত্ব হ''ল যখনই তারা ভারতে আসেন, তারা দুই থেকে তিন সপ্তাহ কাটান। বৌদ্ধগায়া থেকে বৈশালী, সারনাথ থেকে কুশিনগর, নাগপুরের দীক্ষা ভুমির কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে যেখানে ড় বালাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথ ও আগে আমাদের আরও বেশি সংখ্যক পর্যটকদের বৌদ্ধগয়ায় আনতে হবে। এখানেই যুবরাজ সিদ্ধার্থ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং বুদ্ধ হয়েছিলেন। বৌদ্ধগয়াতে আগত পর্যটকরাও সারনাথ ঘুরে দেখেন। সারনাথে বুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের পরে প্রথম বাণী দিয়েছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান এবং কর্মক্ষেত্র ভারতের প্রতি বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসীদের আকর্ষণ থাকাটা স্বাভাবিক। বৌদ্ধ গয়া- রাজগীর- নালন্দা সার্কিটকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান ইত্যাদি থেকে এখানে পর্যটকরা আগমন করেন এবং তারপরে রাজগীরে চলে যান, সেখান থেকে বুদ্ধ তাঁর অগ্রগতি করেছিলেন। যদিও তারা সারা বছর ধরে আসতে থাকে, তবে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ থাকে। তবে আপনি যদি এই ভ্রমণকারীদের সংখ্যা থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার সাথে তুলনা করেন তবে আপনি হতাশ হবেন। এই দুটি ছোট দেশই ভারতের চেয়ে বহুগুণ বেশি বুদ্ধ পর্যটকদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। অবশ্যই, যখন থেকে বৌদ্ধ সার্কিটের সাথে সম্পর্কিত জায়গাগুলি উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকেই থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেশ থেকে আগত পর্যটকদের সংখ্যায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আমাদের এখনও আরও অনেক কিছু করার আছে। থাইল্যান্ড একা প্রতি বছর ৪ থকে ৫ কোটি পর্যটকদের আকর্ষণ করে থাকে। একই অবস্থা শ্রীলঙ্কার। বুদ্ধগয়া এবং এর সংলগ্ন বুদ্ধ সার্কিট শহরগুলি - রাজগীর এবং নালন্দা, বৈশালী, বারাণসী, সারনাথ এবং কুশিনগর ঘুরে দেখার জন্য সমস্ত পর্যটক সারা বছর মোটা টাকা ব্যয় করে থাকে।

নতুন নতুন বৌদ্ধ তীর্থস্থান তৈরি হওয়া দরকার

একটি বিষয় বুঝতে হবে যে থাইল্যান্ডে নতুন বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলির উন্নয়ন হয়েছে সেই একইভাবে আমাদের অবশ্যই বৌদ্ধ সার্কিটের উন্নয়ন করতে হবে। আমরা কিছু জিনিসও করেছি। উদাহরণস্বরূপ, রাজধানী দিল্লির মন্দিরের রুটে রয়েছে মহাবোধি মন্দির। এটি দিল্লির প্রথম বুদ্ধ মন্দির। এটি ১৯৩৯ সালে মহাত্মা গান্ধী উদ্বোধন করেছিলেন। ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ড় বাবা সাহেব আম্বেদকরের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরাও মহাবোধি মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানে এসেছেন। এখানে ভগবান বুদ্ধের একটি সুন্দর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশী পর্যটকদেরও এখানে আনা যায়। একইভাবে রাজধানীর বুদ্ধ জয়ন্তী পার্ক রয়েছে। বুদ্ধজয়ন্তী পার্কটি ১৯৫৯ সালে ভগবান বুদ্ধের নির্বণের ২৫০০ তম বছরের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। এতে, সন্ন্যাসী রাজাধর সাগর ১৯৯৩ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা বুদ্ধের একটি মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে মূর্তিটি বুদ্ধের বসার অবস্থানে রয়েছে। বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে একটি গাছও রয়েছে যা ভগবান বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। গাছের একটি শাখা যার অধীনে ভগবান বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন শ্রীলঙ্কায় সম্রাট অশোকের পুত্রও রোপণ করেছিলেন।

শ্রীলঙ্কার ততালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি সিরিমাও ভন্দর্ণায়াক এই গাছটির একটি ডাল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ২৫ অক্টোবর এখানে গাছের ডালটিকে রোপন করেছিলেন। আজ এই গাছটি সম্পূর্ণ সবুজ।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতে আগত বিদেশী পর্যটকদের ক্রম যা মেগাস্থিনিস, ফাহিয়ান, হ্যাভেন সাং ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই ধারা এখনো অব্যাহত। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে পর্যাপ্ত পর্যটক এখানে এখনো আসেনি। ভারত বিশ্বের জন্য কৌতূহলের জাগায়।

ভারতের প্রতিটি কোন পর্যটকদের আকর্ষণ করে তোলে। ভারত সব ধরণের পর্যটকদের কাছেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাসের অনুরাগীদের থেকে শুরু করে জঙ্গল বিলাসী প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও অতুলনীয় ভারত। আধ্যাত্ম তীর্থভূমি হিসেবে ভারত অদ্বিতীয়। ভারতে সর্বাধিক পর্যটকরা আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স এবং শ্রীলঙ্কা থেকে। এমন দাবি করেছেন ভারতের পর্যটন মন্ত্রক। মোট বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ১৬ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১২.৬ শতাংশ ব্রিটেন থেকে আসেন। বিদেশী পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে পছন্দের পাঁচটি স্থান হ''ল আগ্রা, গোয়া, কেরল, বারাণসী এবং দিল্লি / কাশ্মীর।

সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে এখানে পর্যটকরা কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যটন স্পট দেখতে আসে। এর সঙ্গে এটিও সত্য যে এখন বিপুল সংখ্যক পর্যটক ভারতের কয়েকটি শহরে তাদের ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানীতে কর্মরত একজন কূটনীতিক জানিয়েছেন যে তাঁর দেশের পর্যটকরা পুরো দিল্লি এবং মুম্বাই জুড়ে ভ্রমণ করতে চান। দিল্লিতে তিনি গান্ধীজির সমাধি পাশাপাশি কুতুব মিনার, লাল দুর্গ, পুরাণ কুইলা, লোটাস মন্দির এবং অক্ষরধাম মন্দির দেখতে পাবেন। এই সুযোগটি নিয়ে তারা আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখতে যান।

বলা হয়ে থাকে যে কোনও বিশেষ শহর বা স্থানের আমেরিকানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাদের অনেকেই দিল্লি, জয়পুর, আগ্রা, বারাণসীতে যান। কেউ কেউ কেবল দিল্লি, মুম্বই এবং কেরালায় যেতে পছন্দ করেন। এবং গোয়াও অনেক বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ করতে পছন্দ করে? গোয়ার আশ্চর্য উপকূলরেখা দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সাথে খুব মিল। তাই এই দেশগুলি থেকে আগত পর্যটকরা গোয়ায় ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন।

দেখুন, আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত যে সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকরা আমাদের এখানে বেড়াতে আসেন। তাদের আগমন দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং জনগণকে কর্মসংস্থান দেয়। তবে আমাদের প্রথমে বুদ্ধের দেশগুলির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আমরা এদেরকে ছেড়ে দেওয়ার মুর্খামি করতে পারি না। হিন্দুস্থান সমাচার

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

ফুটিফাটা জ্যোৎস্না

ভাস্কর লেট

দিদা মারা যাওয়ার বছর দুয়েক হয়ে গেল। পরিণথ বয়সের মৃত্যু। কিন্তু মাঝা মাঝে এখনও মায়ের চোখে যে শূন্যতা দেখি, তাতে মৃত্যুকে বেশ অ-পরিণত বলেই মনে হয়। সকালে খালি পেটে জল খাওয়ার অভ্যাস আমার বছরভর। শেষের দিকে দিদা দেখে বলত, বাপ রে। ঠাণ্ডা জল এত সকালে কাউকে খেতে দেখলে ঠাণ্ডা বেশি করে লাগে। তুই বাপু আমার চোখের আড়ালে গিয়ে কা। ওদের যত দেখি, 'আড়াল' শব্দটা নিজে থেকে যেন আরও উদোম হয়ে যায়। এই শহরটা অ-সমতল। খাপছাড়া শুধু নয়, বৃদ্ধি বলুন বা সমৃদ্ধি—সবের মধ্যে একপ্রকার অসংলগ্নতা নিয়ে থিরথির করছে। হয়তো সেইজন্য যাপনের যন্ত্রণা সহ্য করে নেওয়া যায়।

একটা বিরাট পুরনো বাড়ির নীচরেতলার বারান্দায় ওরা থাকে। মনে হয়, জবরদখল। নইলে কে-ই বা নিজের চারমহলা বাড়ির তলায় এমন ছিন্নভিন্ন মানুষদের যেচেপড়ে অশোভন আশ্রয় দেবে। গরমের দিনগুলো ওদের দুর্ধর্ষ কাটে। ঘোলাটে হলুদ হ্যালোজেন আশপাশে বেশ কয়েকটা আছে। রাতের দিকে যেহেতু অন্য আলোর সোর্স সব বন্ধ হয়ে যায়, চিরস্থায়ী জন্ডিসের মতো মেদুর আলোকপ্রভা ওদের ঘিরে ধরে।

পুরুষটি বারমুড়া বা লুঙ্গিতে। বউটি তুলনায় ধড়াচুড়ো পরে। পথকুকুরদের সঙ্গে ওদের চার-পাঁচটা বাচ্চা হইহই করে খেলে। গায়ে সুতোর বালাই নেই। ফুটের ওপর এককোণে ভাত কি অন্য একটা পদ রান্না হচ্ছে। বহুদিন এই দৃশ্য দেখেছি যে বাচ্চাগুলো খেলতে খেলতেই খেতে বসে গেল। মা-ও একবার বলল না হাত ধুতে।

সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ফুট। খাওয়া হয়ে গেলে জল ঢেলে দিলেই সরসর করে সেই প্রবাহ লাগায়া ড্রেনে গিয়ে পড়ল। এঁটোকাঁটা কিছু ধুয়ে গেল। অনেকটা গেলও না। তখন হালকা করে হাত বুলিয়ে নেওয়া। তারপর বিচানা পাতা। বিছানা? গরমের দিনে মাদুর। ব্যস। মাতাল পুরুষটি স্রেফ সিমেন্টের ওপর ঘুমিয়ে কাদা। বর্ষায় হ্যাপা বেশি। নানা ছাঁদের

ওদের যত দেখি, 'আড়াল' শব্দটা নিজে থেকে যেন আরও উদোম হয়ে যায়। এই শহরটা অ-সমতল। খাপছাড়া শুধু নয়, বৃদ্ধি বলুন বা সমৃদ্ধি—সবের মধ্যে একপ্রকার অসংলগ্নতা নিয়ে থিরথির করছে। হয়তো সেইজন্য যাপনের যন্ত্রণা সহ্য করে নেওয়া যায়।

ত্রিপল ইতিউতি টাঙিয়ে বৃষ্টির প্রকোপ ঠেকানোর চেষ্টা চলে। একবার বর্ষায়, এই ফুটপাথেই, দাম্পত্য ঠ্যাঙানির চরম বিভীষিকা দেখেছিলাম। খানিক আগে প্রবল বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। আকাশ যেভাবে নতুন করে সশব্দে সাজছে ও সাংলকারা হচ্ছে—আর একদফা যে নামতে চলেছে বোঝা যাচ্ছিল। তড়িগড়ি করে চনা রাস্তাটুকু পেরতে গিয়ে দেখি দক্ষযজ্ঞের উপক্রম। ত্রিপলের ঘেরাটোপ ছত্রখান। বাসনকোসন রাস্তায় গড়াচ্ছে। বাচ্চাগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করছে। আর পুরুষটি বেদম মারছে বউকে।

যে-মহিলাকে মারা হচ্ছিল, তার কপাল ফেটেছে। ঠোঁট কেটেছে। শাড়ি-সায়া প্রায় খুলে গিয়ে দেহের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়েছে, সে বেচারি উঠতে গিয়েও পারছে না। নতুন করে শাড়ির প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে-পড়ে যাচ্ছে। এবং সেই প্রথমবার আমি সচক্ষে দেখলাম, শারীরিক নিগ্রহের ছোবল কী পরাক্রান্ত হতে পারে। পুর্ণবয়স্ক যুবতীটি আতঙ্কে এবং কষ্টে মলত্যাগ করে ফেলল। ফুটেল সংসার। ফুটেই রাত্রিবাস, সোহাগ রাত। স্বাভাবিক সমাপতনে, চিতাও তো ফুটেই জ্বলবে। দরজা ও জানলার বেসিক বালাই না-থাকা ফুটের একেকোণের অনর্গল এই ৫-৭ ফুট যদি ভদ্রাসন হয়, বলতে হবে, মহিলা মার খাচ্ছিল তবে উঠোনে। হেগে-মুতে ফেলার বিশ্রী শরমহানির ঘটনাও সেই উঠোনেই ঘটেছে বলতে হবে।

এমন মার মারে গো। অনেক কষ্টে পাশের ভারতে হোটেলের চারটি ছেলে এসে অর্ধমৃতা মেয়েটিকে উদ্ধার করল। সরল ন্যারেটিভ নারী ও পুরুষের লেখাপড়াহীন, আইনি অধিকারহীন সংসার। পুরুষটির আর একটি সংসার আছে অন্যত্র। সেখানেই নাকি টাকাপয়সা বেশি দেয়। এই নিয়ে অভিযোগ করায় মেরে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা। কানাঘুষোর একুটু জানার পর আর থাকতে পারিনি। পালিয়ে না আসলে হয়তো অবরুদ্ধ রাগে দমবন্ধ হয়ে যেত।

ক'দিন আগে। রাতের দিকে যথারীতি ফিরছি পুরনো সেই রাস্তা ধরে। ঘোর শীত। সেই ফুটের সংসার। তাতে আবার ফুটের জ্যোৎস্নার থাবা পড়েছে। হিম থেকে বাঁচতে সেই ত্রিপলের আচ্ছাদন। আর, এককোণে দুটো মানুষি আবছায়া।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

স্বামী-স্ত্রীর মনের বন্ধনই আসল, শাঁখা-সিঁদুর নয়

নারায়ণ দাস

হিন্দু বিবাহিত মহিলারা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, লোহা পলা পরবেন, সেই প্রথাই মেনে নিচ্ছেন গুয়াহাটির হাইকোর্টের দুই বিচারপতির একটি ডিবিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি একটি বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় শুনানিকালে স্ত্রী বলেন, তাঁর স্বীকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারছন বলেই তিনি শাঁখা সিঁদুর পরছেন না। যদিও হিন্দু শাস্ত্রে বিভিন্ন নিয়মকানুন রীতিনীতি মেনেই যে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল তা তিনি অস্বীকার করেননি। কোর্ট বলেছে, শাস্ত্র মতে বিয়ে হয়েছে, অথচ স্ত্রী শাঁখা সিঁদুর না পরাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি অবিবাহিত। বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি এবং অপর বিচারপতির পর্যবেক্ষণ শাঁখা সিঁদুর না পরা মানে নিজেকে অবিবাহিত মনে করা বা সেই বিয়ে মেনে না নেওয়া।

মহামান্য হাইকোর্টের দুই বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে কোনো মন্তব্য না করেও বলা যায়, দেখতে দেখতে বাঙালি জীবননে দিন দিন কত পরিবর্তনই না আসছে। আমরা যখন অতীতের দিকে তাকাই তখন দেখি, হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজন স্ত্রী শাঁখা সিঁদুর পরছেন না, তা ছিল চিন্তাভাবনার বাইরে। সমাজও তা মেনে নিত না। বর্তমান প্রজন্মের সেই আচার, রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। আজকাল অনেক বিবাহিত মহিলারা, শাঁখা সিঁদুর পরেন না, অথচ স্বামী সন্তানদি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে সংসার করছেন। স্বামীর সঙ্গেও তাঁর বন্ধন অটুট। এই ধরনের মহিলাদের মনোভাব অন্যরকম, অন্য রুচিবোধের পরিচায়ক। তাঁরা মনে করেন, স্বামী স্ত্রীর মনের বন্ধনই আসল, হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর পরলেই এই বন্ধনের সৃষ্টি হবে না, পরলে তা হবে না এই ধারণা একদম ভুল। কেউ যদি শাঁখা সিঁদুর না পরে , তাহলে তা তার নিজস্ব অভিরুচি, যা কোনোভাবেই বাধ্যবাধকতার গণ্ডিতে রাখা উচিত নয়।

আবার বেশিরভাগ বিবাহিত মহিলারা মনে করেন, শাঁখা সিঁদুর না পরাটা চিরাচরিত প্রথা এবং নিয়মনীতিবিরুদ্ধ। বিয়ের মতো একটি শুভ সুন্দর অনুষ্ঠান হিন্দু শাস্ত্র মেনে স্বামী যখন স্ত্রীর সীমন্তে সিঁদুরের প্রলেব দিয়ে দেন তা অমর হয়ে থাকবে এই ধারণাতেই। একজন মহিলা তাঁর স্বামীর কল্যাণ কামনায় হাতে শাঁখা এবং সিঁথিতে সিঁদুর পরেন সমাজ এতদিন তাই দেখে আসছে। যদিও এখন দেখা যায়, কোনো কোনো বিবাহিত মহিলা সিঁথিতে এমন কোনো অংশে ছোট করে সিঁদুরের একটি ছোট চিহ্ন এঁকে দেন, তা দেখে বোধার উপায় নেই যে তিনি বিবাহিত। হাতে তো শাঁখা পলা/ লোহা পরার বালাই নেই। এটিও এক ধরনের রুচিবোধ। কেউ কেউ আবার বলেন, এটা একটা স্টাইল। আবার কেউ বলেন, তিনি যে বিবাহিত তা প্রমাণ করতে চান না বলেই এইভাবে নিজেকে চালনা করেন। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, একজন বিবাহিত মহিলা হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর ও শাড়ি পরলে তাঁকে সুশ্রী দেখাবে এবং তার রূপালাবণ্য ফুটে বের হবে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু শাঁখা সিঁদুরহীন, সেই সৌন্দর্যের প্রকাশ হয় না। এই ধারণা আবার অনেকেই মানেন না। তাঁদের মতে, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আজকাল অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। এখন দৌড়ে চলার সময়। সুতরাং যে বেশবুষায় স্বচ্ছন্দে চলা যাচ্ছে, তাই মানা উচিত। আজকাল ছেলেমেয়েদের পোশাকে বিস্তর পরিবর্তন চলে এসেছে। মহিলাদের কাছে শাড়ির কদর দুই দশক আগে যা ছিল তা আছে কী? অফিস আদালতে কর্মরত মহিলারা, যাঁদের মধ্যে অনেকেই বিহাহিত,তাঁরা শাড়ি পড়ে চলাফেরায় স্বচ্ছন্ন বোধ করেন না। তাছাড়া অন্য অসুবিধেও রয়েছে--- যানবাহনে স্বচ্ছন্দে ওঠানামার ক্ষেত্রেও শাড়িতে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। আর অফিসে আসার তাড়া থাকলে সিঁথিতে সিঁদুর পরা হয়ে ওঠে না---এই যুক্তিও কেউ কেউ দেয়। বিচারপতিদের মন্তব্যের কোনো সমালোচনা না করে অনেকে তাঁদের মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলেছেন, উহান অঞ্চলে শাঁখা পরার চল নেই। বিবাহিত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে নারীকে শাঁখা সিঁদুর পরে থাকতেই হবে, এমন মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। আবার কলকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজীবী জনাচ্ছেন, হিন্দু বিবাহ আইনে, বিয়ের সময় সপ্তপদী ও তৎসংক্রান্ত আচার নিয়মাদি মানার কথা বলা হয়েছে, তবে শাঁখা সিঁদুরের কোনো উল্লেখ নেই। অসমের একজন সাহিত্যিক আবার বলেছেন, মহামান্য আদালত লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, মানবাধিকার রক্ষা করে,কিন্তু আদালতই যদি বিয়ের চিহ্ন হিসেবে শাঁখা সিঁদুর পরা বাধ্যতামূলক বলে মনে করে,তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। কেউ কেউ বলেছেন, শাঁখা সিঁদুর পলা নোয়া পড়া অবশ্যই কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওফর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত।

তবে যে যাই মন্তব্য করুন না কেন, সমাজের বর্তমান চেহারা অনেকটা পাল্টে গেলেও এখনও সামাজিক ও নানা অনুষ্ঠানে শাঁখা সিঁদুর ও শাড়ি পরিহিত মহিলাদের বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। শাড়িতে যে নারীর সৌন্দর্য বাড়ে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে অন্য সেন্টিমেন্টও কাজ করে। স্বামীর অত্যাচার পীড়ন সয়েও অনেক মহিলা শাঁখা সিঁদুর পরা ছাড়েন না। ভিতরে ভিতরে মনোযন্ত্রণা ভোগ করেও স্বামীর ক্যলাণে তাঁরা তা পরেন। কারণ এই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়া কঠিন। তাই বিয়ের পর, শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা শাঁখা সিঁদুর পরেন। এখ ন সমাজে গার্হস্থ্য ভায়োলেন্স বেড়েছে। অনেক বিবাহিত মহিলারা স্বামীর অত্যাচার পীড়ন এবং শ্বশুরবাড়িতে অশান্তির ফলে স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন না বা থাকতে পারেন না। বিচ্ছেদ চলে একে অপরের খোঁজ খবরনেন না, তা সত্ত্বেও এইসব মহিলারা কিন্তু শাঁখা সিঁদুর পরে থাকেন। যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ডিভোর্স হয় না, স্বামী- স্ত্রী আলাদা থাকলেও স্ত্রী কিন্তু শাঁখা সিঁদুর পরা ত্যাগ করেন না। ডিভোর্স না হলে, কেউ পুনরায় বিয়েও করতে পারে না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের বৃক্ষ রোপন অভিযান অব্যাহত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৩।।জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের উদ্যোগে বাংলাদেশের সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে বৃক্ষ রোপন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ফরিদপুরের বোয়ালমারী পৌর সদরে অবস্থিত কাজী সিরাজুল ইসলাম মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে গত বুধবার সকাল ১০টায় গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনের শুভ উদ্বোধন করেন মহিলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল খন্দকার আবু মোরসালীন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সবুজ বাংলা গড়তে দক্ষিন বঙ্গের ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি, মাগুরা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাটসহ কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং যশোর জেলার প্রতিটি উপজেলায় সপ্তাহ ব্যাপি এই বৃক্ষ রোপন অভিযান চলবে বলে হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র সহ সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক সুবাস সাহা। উদ্বোধন শেষে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে হিন্দু মহাজোট নেতা সুবাস সাহা বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, ইতিহাসের রাখাল রাজা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সারা দেশের ন্যায় সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচি আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে। দক্ষিন বঙ্গে হিন্দু মহাজোটের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী হাজার হাজার গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে জননেত্রী-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সবুজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাঙ্গালী জাতির সর্বশেষ আশ্রয় স্থল বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার বিশ্ব মহামারি করোনা প্রতিরোধ যুদ্ধের মত পরিবেশ রক্ষায়ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিতে আমরাও সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সাপ্তাহিক 'বোয়ালমারী বার্তার' সম্পাদক এ্যাডভোকেট কোরবান আলী, সাপ্তাহিক 'আগামীর প্রত্যাশার' সম্পাাদক মো: মোরশেদ জামান সিকদার লিটু, সাপ্তাহিক চন্দনা সম্পাদক কাজী ফিরোজ, দৈনিক পুনরুত্থান বার্তা সম্পাদক মো: মিজান-উর-রহমান, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট নেতা শিবু প্রসাদ রায়, সমীর কুমার কুন্ডু, নারায়ন চন্দ্র দাস নারু, প্রিয় নাথ কুন্ডু, বিপ্লব কুমার পাল, অমিত সাহা, জয় দাস, দূর্গা দাস, সুব্রত সাহা, অমল সাহা, সুজিত সাহা, গোপিনাথ সাহা, শিবনাথ সাহা, নির্মল কুমার সরকার, মদন সাধু, পঙ্কজ সাহা, বিভূতি সাহা, বাধন সাহা, সামু সাহা, পিয়াস সাহা, বিভাস সাহা, শোভন সাহা, রূপ কুমার সাহা, দেব কুমার সাহা, অপূর্ব সাহা, প্রিয়নাথ সাহা, স্বপন কুমার চক্রবর্তী, বরুন সাহা, ঋষি বিজয় বিশ্বাস, বিকাশ শীল, অনিক কর্মকার, পাপ্পু সাহা, রাহুল রায়, সাগর সাহা, তন্ময় সাহা, দেব সাহা প্রমুখ।

কাছাড়ে বৃহস্পতিবার প্রথম তিন দফায় করোনা পজিটিভ ৩২ জন, জেলায় মোট আক্রান্ত ৯৯৪ জন

শিলচর (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ে গত এক সপ্তাহে দ্রুতগতিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন দফায় পজিটিভ লিস্ট বের হয়েছে। রয়েছে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পৃথক তালিকাও। সব মিলিয়ে ৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আজ।

এদিকে গত মঙ্গলবার সর্বাধিক কাছাড় জেলায় মোট ১৫৯ জন লোক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।, এটিই এ যাবৎ একদিনে সব থেকে বেশি মানুষ আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড। বুধবার ৮৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই চিকিৎসক সহ সিভিল হাসপাতালের স্টাফও রয়েছেন। এখন পর্যন্ত কাছাড় জেলায় মোট জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯৪ জন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, যাদের শরীরে করোনার লক্ষণ রয়েছে, তাদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে। অন্যদের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে অধিক সংখ্যায় কোভিড টেস্ট বাড়ায় এবার ব্লক স্তরে টেস্ট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। কাছাড় জেলা প্রশাসন ব্লকে ব্লকে কোভিড টেস্টিং সেন্টার চালু করছে। ওই সব টেস্টিং সেন্টারে মূলত রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হবে। তাতে পজিটিভ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। নেগেটিভ স্যাম্পলগুলি আরটিপিসিআর-এ ফের পরীক্ষা করে দেখা হবে। এর রিপোর্ট না জানা পর্যন্ত রেপিডে নেগেটিভ হলেও ঘরবন্দি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো উপসর্গ থাকলেও ওই সব সেন্টারে কোভিড টেস্ট করানো যাবে। এই সেন্টারগুলি হল হরিণা, দিগরখাল, ঠালিগ্রাম, দিগর ফুলেরতল, দর্মিখাল, শিবটিলা ও রাজনগর। এই মাল্টি-পারপাস হেলথ সেন্টারগুলি ছাড়াও কোভিড টেস্ট হবে জয়পুরের রামচন্দ্র বর্মণ পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলেও।

সোমবার থেকে গুয়াহাটিতে র্যা ন্ডম কোভিড টেস্ট

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : সোমবার থেকে গুয়াহাটি মহানগরে ব্যবসায়ীদের র্যা ন্ডম কোভিড টেস্ট করা হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা মহানগরের প্রত্যেকটি দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ী-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করে কোভিড টেস্ট করবেন। টেস্টের ফলাফলও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হবে। কেউ টেস্টের ফলাফল দেখতে চাইলে তাও তাঁকে দেখানো হবে।

ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি অফিসগুলিতেও র্যা ন্ডম কোভিড টেস্ট হবে। পাশাপাশি বেসরকারি অফিসগুলোতেও কর্মচারীদের র্যা ন্ডম করোনা টেস্ট করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যত বেশি টেস্ট হবে ততোই করোনাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

এদিকে আনলক-ওয়ান চলাকালীন মহানগরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। আগামী ৩০ এবং ৩১ জুলাই আন্তঃজেলা যাতায়াতে ছাড় দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাজ্যে ৯৭২টি নতুন করোনা কেস ধরা পড়েছে। তার মধ্যে শুধু কামরূপ (মেট্রো)-তেই ৩৫৪ জনের শরীরে অতিমারি করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। করোনায় সংক্রমণ হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬-তে। করোনা আক্রান্ত ১৯,৩৫০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বিভিন্ন হাসপাতালে ৮,৩২৫ জনের চিকিৎসা চলছে। রাজ্যে সর্বমোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৭৪৪ জন।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৫০ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৩।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আরও ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৮৫৬ জন। নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছেন। করোনায় দেশে এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮০১ জন। আর মোট শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ১৬ হাজার ১১০ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১২ হাজার ৯২টি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৩৯৮টি। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো ১০ লাখ ৭৯ হাজার ৭টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ০৪ শতাংশ। আর মোট পরীক্ষার ক্ষেত্রে শনাক্ত হয়েছেন ২০ দশমিক ০৩ শতাংশ। নতুন করে মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে ৪১ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারী।

মোট শনাক্তের ক্ষেত্রে মৃত্যু হার এখন পর্যন্ত ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। করোনাভাইরাস থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ২ হাজার ৬ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ২০৮ জন। সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ১৬ শতাংশ।

ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুহার কম: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৩।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক কম।

তিনি বলেন,পৃথিবীর যেসব দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুহার খুব কম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এমনকি ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক কম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সকল দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল। সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকরা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরূপ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। এসময় বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন,মির্জা ফখরুল সাহেব ও বিএনপি নেতারা একই সমালোচনার বাঁশি বহুদিন ধরেই বাজাচ্ছেন।

তাদের কাছে একই ঢোলের আওয়াজ আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি।

এছাড়া বন্যা মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে বিএনপি নেতাদের সমালোচনার জবাবে ড় হাছান বলেন,মির্জা ফখরুল সাহেবরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তারা সঠিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পারেননি। সেই ব্যর্থতা আমরা বারবার দেখেছি। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের ব্যর্থতা দেখেছি। তাদের সিদ্ধান্তহীনতা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে সরকারের সঠিক কার্যক্রমের অভাবে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছিল।

অপরদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন, তার বলিষ্ঠ সাহসী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বে সবসময় যেকোনো দুর্যোগ সঠিকভাবে মোকাবিলা করে দেখিয়েছেন এবং সেই সক্ষমতার জন্য তিনি আন্তর্জাতিকভাবেও নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যোগ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এবার বন্যায় অনেক প্রাণহানি হতে পারে, জাতিসংঘের এমন আশংকার কথা তুলে ধরা হলে তিনি বলেন,আমরা বন্যা নিয়ে বসবাস করি, বন্যাকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশের মানুষ সেটি জানে। বন্যা আমাদের নিত্যসঙ্গী। যেসকল দেশ বন্যার সাথে পরিচিত নয়, জাতিসংঘের পূর্বাভাস তাদের জন্য অবশ্যই সহায়ক।

শ্রমজীবী কৃষক সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে বিক্ষোভ-ধরনা করিমগঞ্জ সারা ভারত কৃষক সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : করোনা অতিমারি প্রতিরোধে সরকার সমগ্র দেশে লকডাউন আইন জারি করেছিল। পরবর্তীতে আনলক-ওয়ান হয়ে এখন আনলক টু চলছে। এতে সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ কর্ম সংস্থান হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সরকার অসহায় শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকদের আর্থিকভাবে সবল করে তুলতে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সারা ভারত কৃষক সভা আজ সমগ্র দেশে শ্রমজীবী কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দাবি আদায়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ধরনা প্রদর্শন করেছে।

সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা কমিটিও আজ বৃহস্পতিবার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে। শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জেলা সদর, চরগোলা, পাথারকান্দি সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ধরনা প্রদর্শন করেছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। বিক্ষোভ ও ধরনা প্রদর্শনের সময় কৃষক নেতারা সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলেন, লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার সরবরাহ করা, কৃষক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক ১০ কেজি চাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু বিনামূল্যে সরবরাহ করা, আগামী ৬ মাস আয়কর মুক্ত কৃষক পরিবারকে মাসিক ৭,৫০০ টাকা অনুদান দিতে হবে।

দেশের সিংহভাগ অর্থনীতির মুখ্য কারিগর কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব বলেও বক্তব্যে তুলে ধরেছেন কৃষক নেতারা। আজকের এই বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচিতে কৃষক নেতারা পোয়ামারা-চোরাইবাড়ি বেহাল ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ জেলার ভগ্নপ্রায় পূর্ত সড়কগুলিরও আশু মেরামতির দাবি জানান। সারা ভারত কৃষক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ করিমগঞ্জ জেলা কমিটি জেলার প্রতিটি ব্লকেও এই বিক্ষোভ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে। আজকের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি সোনাচাঁদ সিংহ, সম্পাদক কালিকুমার দে, সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির, কৃষক নেতা কৃপেশ দাশগুপ্ত, প্রতুল নাথ, মহীতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অসম ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে শুরু সংস্কার-কাজ, অনশন প্রত্যাহার আমসা-র

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : অসম ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের আসিমগঞ্জ এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে সংস্কারকার্য শুরু হওয়ায় অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে ছাত্র সংগঠন আমসা। সড়ক নির্মাণের দাবিতে সকাল থেকেই অনশনে বসেন স্থানীয় ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা। বদরুল ইসলামের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে আসিমগঞ্জে অনশনে বসে সংগঠনটি।

অনশন চলাকালীম পাথারকান্দির সার্কল অফিসার জেনাথন ভাইপেই অনশনস্থলে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সাথে কথা বলেন। কিন্তু সাফল্যমেলেনি। অনশনকারীদের একটাই দাবি, কাজ শুরু না হলে তারা কিছুতেই অনশন ভঙ্গ করবেন না। পরে সার্কল অফিসার ওই রাস্তায় কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে ডেকে কয়েক গাড়ি পাথর ফেলে সড়কের কিছুটা হলেও মানুষের দুর্গতি লাঘব করেন। তিনি জানান, এই সড়কের জন্যগ সরকারি টাকা মঞ্জুরি সহ কাজের টেন্ডারও হয়ে গেছে। কিন্তু বাধ সাধছে বৃষ্টি। বর্ষা চলে গেলে পুরোদমে কাজ শুরু হবে। এ যাত্রায় শুধু বড় বড় গর্তগুলো ভরাট করে সড়কে যোগাযোগ অব্যাবহত রাখার প্রচেষ্টা করা হবে। তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিকেল তিনটা নাগাদ অনশন তুলে নেয় ছাত্র সংগঠনটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যি, অসম ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে। সড়কটি নির্মাণে শাসক ও বিরোধী দল কেউই আন্তরিক নন বলে অভিযোগ। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ জনগণ সহ যানবাহন চালক ও বিভিন্ন ব্যসায়ীদের। এতে সমস্যা র যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হচ্ছে পাশ্ববর্তী রাজ্যয ত্রিপুরাকেও। কারন এই সড়ক ত্রিপুরার লাইফলাইন, বিভিন্ন পণ্যক প্রবেশ করে এই সড়ক ধরে। তাই সড়কটির গুরুত্ব অসম ও ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যস অপরিসীম।

করোনা সংকটকাল এর মধ্যেও ২০৯ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা আয়োজিত করে ফেলেছে, জানালো ইউজিসি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): করোনা সংকটের মধ্যেও ২০৯ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তিম বর্ষের পরীক্ষা আয়োজন করে ফেলেছে।৩৯৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন বা অফলাইনে এর মাধ্যমে আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইউজিসির সচিব অধ্যাপক রজনীশ জৈন বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, দেশের ৯৪৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিম বর্ষের পরীক্ষা নিয়ে স্টেটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল।সেই অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

এর আগেও দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে স্টেটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল এবং সে গুলোকে জনসমক্ষে আনা হয়েছিল। ইউজিসি স্ট্যাটাস রিপোর্টের উত্তর দিয়েছিল ১২১ ডিমট বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫৫ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ৬ জুলাই ইউজিসি পেশ করা সংশোধিত দিশা নির্দেশের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। এদিন ইউজিসি তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে ৮১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬০৩ বিশ্ববিদ্যালয় হয় পরীক্ষা নিয়েছে বা পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।এরমধ্যে ২০৯ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন বা অফলাইনে এর মাধ্যমে পরীক্ষার আয়োজিত করে ফেলেছে।৩৯৪ বিশ্ববিদ্যালয় আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বরে এ অনলাইন বা অফলাইনে এর মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

করোনামুক্ত নন, প্রচারিত খবরকে মিথ্যা বললেন অমিতাভ বচ্চন

মুম্বই, ২৩ জুলাই (হি. স.): করোনামুক্ত নন, প্রচারিত খবরকে মিথ্যা বললেন অমিতাভ বচ্চন।

বৃহস্পতিবার বিকালে এক জাতীয় টেলিভিশনে খবর প্রচার করা হয় অমিতাভ বচ্চন করোনামুক্ত। সেই খবরকেই অসত্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, ভুয়ো এবং অসংশোধনীয় মিথ্যা বলে উল্লেখ্য করেন বিগ বি।

গত ১১ জুলাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৭ বছরের এই অভিনেতা। তারপর থেকেই করোনার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন অমিতাভ।

চিকিতায় সাড়া দিচ্ছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা,আগেই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল। তবে বৃহস্পতিবার বিকালে এক জাতীয় টেলিভিশনে খবর প্রচার করা হয় অমিতাভ বচ্চন করোনামুক্ত। কিন্তু সেই খবর যে একেবারেই মিথ্যা তা নিজেই জানিয়ে দিলেন মেগাস্টার। বিগ বি সেই খবরের লিঙ্ক শেয়ার করে লেখেন, এই খবর অসত্য,দায়িত্বজ্ঞানহীন, ভুয়ো এবং অসংশোধনীয় মিথ্যা!!

উল্লেখ্য, অমিতাভের পাশাপাশি করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ১১ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অভিষেক বচ্চনও। পরের দিন ঐশ্বর্য ও আরাধ্যার করোনা রিপোর্টও পজিটিভ আসে। তাঁরা শুরুতে বাড়িতেই হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন, তবে ঐশ্বর্য-আরাধ্যার শ্বাসকষ্ট দেখা যাওয়ায় গত ১৭ জুলাই তাঁদের দুজনকেও নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কাছাড়ে পূর্ণ লকডাউন হচ্ছে না, সিদ্ধান্ত নাগরিকদের নিয়ে প্রশাসনিক সভায়

শিলচর (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : এখনই কাছাড় জেলায় পূর্ণ লকডাউন ঠিক হবে না। প্রয়োজনে কোভিড প্রটোকলকে আরও শক্ত করে বলবৎ করা হোক। "কাছাড়ে কি বর্তমানে পূর্ণ লকডাউন জারি করা উচিত?" শীর্ষক আলোচনায় অধিকাংশ ব্যক্তি ও সংগঠনের এমনই মতামত। কাছাড়ের জেলা প্রশাসন আহূত বৃহস্পতিবারের সভায় এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়েছে।

আজ জেলাশাসক কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত সভায় শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, পুলিশ সুপার বিএল মিনা এবং শহরের বরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে করোনার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। জেলাশাসক সকলকে জেলার বর্তমান পরিস্থিতি অবগত করে এ ব্যাপারে সকলের মতামত ও পরামর্শ চান। জেলাশাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে সোশাল মিডিয়ায় অনেকে লকডাউন জারির দাবি করছেন। কিন্তু পূর্ণ লকডাউন করা হলে নিম্নবিত্তদের পরিস্থিতি খারাপ হবে। তবে কোভিড প্রটোকল যাতে সকলেই মেনে চলেন তার প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। জেলায় কোভিড আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লকডাউন জারি করলে নিম্নবিত্তদের কষ্ট হবে, এ কথাও সভায় জানান তিনি।

এর পর বিভিন্ন বক্তা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন। শেষে চূড়ান্ত হয় এখনই লকডাউন জারি করা হবে না।

পরবর্তীতে অবস্থা আরও খারাপ হলে ফের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। প্রায় সকলেই এই মুহূর্তে কাছাড়ে পূর্ণ লকডাউনের পক্ষে নেই। তাঁদের অভিমত, এতে সাধারণ মানুষের সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। তাঁদের মতে কোভিড প্রটোকলের অধীনে সরকারি নিয়মকানুন যাতে আরও কঠোর ভাবে পালন করা হয় তার উপর প্রশাসন গুরুত্ব দিক। বিশেষ করে বাইরে সবাই যাতে মাস্ক পরে এবং সামাজিক দূরত্ব দূরত্ব বজায় রাখেন ইত্যাদি বিষয় কার্যকর করতে জেলাপ্রশাসনকে আরও কড়া মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

সভায় ডা. রবি কান্নান বলেন, নিয়মিত মাস্ক পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চললে করোনার সংক্রমণ ধীরে ধীরে কমে আসবে। তিনি আরও বলেন, ফল এবং শাকসবজি থেকে করোনা ছড়ায় এটা ভুল ধারণা। তবে ভালো করে পরিষ্কার করে এবং সেদ্ধ করলে সকল ধরনের ভাইরাস মরে যায়। তিনি করোনা ভাইরাস নিয়ে অধিক হারে জন সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেন।

সভা শেষে শিলচরের সাংসদ বলেন, জেলাশাসক আহূত আজকের সভায় সকলেই এ মুহূর্তে পূর্ণ লকডাউন জারি না করে কোভিডের নিয়মকানুন আরও শক্ত করতে আবেদন রেখেছেন। শিলচরের বিধায়ক দিলীপ পাল জানান, আজকের সভায় প্রায় ৯৫ শতাংশ শহরের বরিষ্ঠ ব্যক্তি পূর্ণ লকডাউনের বিপক্ষে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অসম পুলিশের জনৈক মহিলা কনস্টেবলের

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন অসম পুলিশের জনৈক মহিলা কনস্টেবল। মৃতার নাম পুনি মেচপাল। গত ১৯ জুলাই রবিবার তাঁকে ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। পুনি মেচপালের মৃত্যুতে টুইট হ্যান্ডেলে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অসমের ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। পুনি মেচপাল নামরূপ থানায় কর্মরত ছিলেন।

এর আগে অসম পুলিশের আরও দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম এন কে রাজেশ নার্জারি। রাজেশ নবম এপিবিএন-এর জওয়ান ছিলেন। গত

তিনের পাতার পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশেও উড়বে স্পাইসজেটের বিমান

ওয়াশিংটন, ২৩ জুলাই (হি. স.) : এবার থেকে শুধু দেশের আকাশেই নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশেও উড়তে দেখা যাবে ভারতীয় বেসরকারি সংস্থার বিমান স্পাইসজেটকে। বৃহস্পতিবার স্পাইসজেট সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় সিং জানান, এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক স্তরে বানিজ্যিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যার ফলে আজকের দিন সংস্থার পক্ষে অত্যন্ত গর্বের।

এদিন স্পাইটজেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁরাই একমাত্র ভারতীয় সংস্থা যাঁদের উড়ান মার্কিন মুলুকের আকাশেও উড়বে। যার ফলে স্পাইসজেট প্রথম ভারতীয় বাজেট এয়ারলাইনে পরিণত হবে। এটি স্বাভাবিকভাবেই সংস্থাকে আরও উন্নতির পথে টেনে নিয়ে যাবে। যদিও কবে থেকে এই পরিষেবা চালু হবে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানকেই এই ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই প্রথম কোন ভারতীয় বেসরকারি এয়ারলাইনকে এই সুবিধা দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, এদিন অজয় সিং আরও জানিয়েছেন, করোনা আবহে দেশের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে স্পাইসজেট। এখনও অবধি ৪৩০০ কার্গো বিমান চলাচল করেছে। যাতে ২৪ হাজার টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে এবং ৪০০ টি চাটার্ড বিমান বিদেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরানো হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলিয়ার নাপিত রণবীর

মঙ্গলবার বলিউডের প্রযোজক করণ জোহর ইনস্টাগ্রামে লাইভে এসেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ‘গড চাইল্ড’ আলিয়া ভাট সম্পর্কে নানা কথা বলেন। বলেন, লকডাউনে আলিয়া একজন ‘বিশেষ হেয়ার স্টাইলিস্ট’ পেয়েছেন। আর তিনি আর কেউ নন, প্রেমিক রণবীর কাপুর। করণ আরও বলেন, আলিয়া তাঁর সুখের সন্ধান পেয়েছে। আর ওর হৃদয় যেখানে চেয়েছে, সেখানেই আছে।অবশ্য চুলগুলো যে প্রেমিক রণবীরই কেটেছেন, সেই আভাস দিয়েছিলেন আলিয়া। ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘লকডাউনের ৬০ দিন পূর্ণ হলো আজ। আমি এখন আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী, আরও ফিট, আরও ভালো স্কিপিং আর পুশ আপ পারি। দৌড়ানোকে জীবনের সঙ্গী বানিয়ে ফেলেছি। খাচ্ছি, আর নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য অপেক্ষায় আছি। আমার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভালোবাসার মানুষকে ধন্যবাদ। আমার যখন চুল কাটার দরকার পড়েছে, ঠিকই নাপিত বনে গেছে সে!’

আগেই জানা ছিল, লকডাউনে এই জুটি একসঙ্গেই ছিলেন। রণবীরের বাবা ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর আলিয়া পুত্রবধূর মতোই শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে ছিলেন। আবার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে এই দুজন আবারও থাকছেন একসঙ্গে। আলিয়া জানিয়েছেন, লকডাউনে তিনি মানুষ হিসেবে আরও উন্নত হয়েছেন। আর সে জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করেছেন। ২০১২ সালে করণ জোহরের স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে আলিয়ার। আর এবার তাঁকে দেখা যাবে করণ জোহর পরিচালিত বড় আয়োজনের ঐতিহাসিক ছবি, ‘তখত’ এ। মোগল আমলের নানা ঘটনা নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করবেন ভিকি কৌশল, রণবীর সিং, কারিনা কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, ভূমি পেড়নেকার, অনিল কাপুরসহ আরও অনেকে।

করণ জোহর এর আগে রাজীব মাসান্দের শোতে বলেছিলেন, তিনি আলিয়ার মেধাকে তাঁর ছবিতে ব্যবহার করতে পারেননি। তা বলেছিলেন, ‘আলিয়ার প্রথম ছবি “স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার” হলেও সত্যিকার অর্থে “অভিনেত্রী” আলিয়ার প্রথম ছবি ইমতিয়াজ আলীর “হাইওয়ে”। যেভাবে ইমতিয়াজ আলিয়ার ক্ষমতা বুঝে ওর মেধাকে ব্যবহার করেছেন, সে জন্য একটা বড় ধন্যবাদ ওনার প্রাপ্য। আমি তা পারিনি। তবে আমি এটুকু বলব, আমি জানতাম আলিয়া পারবে। ওর ভেতর কিছু একটা আছে। কিন্তু আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে সেই কিছু একটাকে আমি পর্দায় তুলে আনতে পারিনি।’করণ ভিডিও চ্যাটে আরও বলেছেন যে তিনি আশা করছেন, ‘তখত’ ছবিতে তিনি আলিয়াকে নিয়ে নিজের সেই আক্ষেপ ঘোচাবেন।

কীভাবে কথা বললে সন্তান শুনবে?

লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সবাই বাসায় একসঙ্গে পুরোটা সময়। কেউ কেউ হয়তো সন্তানদের পড়ালেখার ব্যাপারটি দেখেছেন আর হতাশ হয়ে ভাবছেন, ‘এই কথা না শোনা বেয়াড়া সন্তানদের কী করে মানুষ করব?’ আর সেই সঙ্গে সন্তানেরা হয়তো ভাবছেন, ‘আমাদের মা---বাবা একদম সনাতন আমলের, কথা শুনতেই চায় না।’ এই অচল পরিস্থিতি সামাল দিতে পড়তে পারেন আডেল ফ্যাবার এবং এলেইন মজলিশের লেখা এক কালজয়ী বই, হাউ টু টক সো কিডস উইল লিসেন অ্যান্ড লিসেন সো কিডস উইল টক। বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে বলেই বই থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরার চেস্টা করছি।

উপদেশ নয়, সন্তানদের অনুভুতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। নিচের কথোপকথনটা খেয়াল করুন।

সন্তান: (মন খারাপ করে) আমার পোষা মাছটি আজকে মারা গেছে।

অভিভাবক: কান্নাকাটি কোরো না, বাবু। করোনাভাইরাসের আমলে মানুষের জীবনেরই এখন কোনো দাম নেই, আর এটা তো একটা ছোট্ট মাছমাত্র।

সন্তানের কান্না বাড়তে থাকল।

অভিভাবক: কান্না থামাও, প্লিজ। তোমাকে কাঁটাবন থেকে আরেকটা মাছ কিনে দেব।

সন্তান: (মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে) আমি আরেকটা মাছ চাই না।

অভিভাবক: এই রকম ব্যবহার করলে মাছ দেবই না তোমাকে।

ওপরের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি খুব সহজেই সামলে নেওয়া যেত ব্যবহারে ছোট্ট একটি পরিবর্তন এনে। যেকোনো সমস্যায় দ্রুত সমাধানের দিকে না এগিয়ে সন্তানের অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিন। এতে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি দ্রুতই অনুকূলে আসবে। নিচের উদাহরণটা খেয়াল করলেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সন্তান: (মন খারাপ করে) আমার পোষা মাছটি আজ মারা গেছে।

অভিভাবক: তাই? আহা রে।

সন্তান: ও ছিল আমার বন্ধু।

অভিভাবক: একটা বন্ধুকে হারানো সহজ ব্যাপার নয়।

সন্তান: মাছটি লেজ নেড়ে কী সুন্দর করে সাঁতার কাটত!

অভিভাবক: পোষা মাছটির সঙ্গে তোমার অনেক সুন্দর সময় কেটেছে।

সন্তান: আমি মাছটিকে প্রতিদিন খাবার দিতাম।

অভিভাবক: তুমি সত্যিই মাছটার অনেক যত্ন নিয়েছ।

সন্তানদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উপায়

সন্তানদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এই পরামর্শগুলো কাজে লাগতে পারে

১. সমস্যাটি বর্ণনা করুন

২. দরকার পড়লে আরও তথ্য দিন

৩. নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করুন

৪. প্রয়োজনে নোট লিখুন।

কীভাবে করবেন? সেই বিষয়েও পরামর্শ আছে

সন্তান সদ্য চুনকাম করা ঘরের দেয়ালে এঁকেছে, যা দেখে আপনার মেজাজ খুবই চড়ে গেল। এখন কী বলবেন?

সচরাচর আমরা যা বলি: আবার যদি দেয়ালে আঁকিস, থাপ্পড় একটাও মাটিতে পড়বে না।

যা হওয়া উচিত: আঁকা বা লেখার জন্য দেয়াল নয়। তার জন্য আছে কাগজ (তথ্য দিলেন)।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়

সচরাচর যা হয়: তুমি চরম বেয়াদব। আমার কথার মাঝে খালি কথা বলো।

যা হওয়া উচিত: আমার একদম ভালো লাগে না, যখন একটা কথা বলা শুরু করার পরে আমি শেষ করতে পারি না (এখানে আপনার অনুভূতিতে ব্যক্ত করলেন)।

নোট লেখা: সন্তান কথা শুনতে চায় না। শুধু টিভি দেখবে, না হয় কম্পিউটারে সময় কাটাবে। হাজারবার বলে বলে আপনি ক্লান্ত। এ ক্ষেত্রে নোট লিখতে পারেন। কম্পিউটারের ওপর নিচের নোটটি লিখে রাখলে ফলাফল কী হতে পারে?

‘কম্পিউটারটি অন করার আগে, চিন্তা করে বলো তো পড়াশোনা শেষ হয়েছে কি না?’

আপনার ওপর সন্তানদের নির্ভরশীলতা কী করে কমাবেন

অনেক সন্তানই যেকোনো কাজে মা—বাবার প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, বাড়ে পরনির্ভরতা। এসব ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি

১. সন্তানদের নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে দিন

২. তাদের কঠিন প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন

৩. বেশি প্রশ্ন করবেন না

৪. দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না

৫. কখনো সন্তানকে আশাহত করবেন না।

এ বিষয়েরও কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে

১. সন্তান হয়তো একটি বয়াম খোলার চেষ্টা করে পারছে না।

সচরাচর যা বলি আমরা: বয়ামটা ভেঙে যাবে। আমার কাছে দাও। আমি খুলে দিচ্ছি।

যা হওয়া উচিত: মাঝেমধ্যে বয়াম খুলতে একটু বেশি কসরত করতে হয়। চামচ দিয়ে ঢাকনায় একটু চাপ দিলে কাজ হতে পারে।

২. সন্তান হয়তো একটা অংক পারছে না।

সচরাচর আমরা যা বলি: এই অংক তো পানির মতো সোজা। আসো, আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি।

যা বলা উচিত: দশমিক নম্বরগুলোকে গুণ করা সহজ কাজ নয়। দশমিক যে কোন ঘরের পরে বসবে, তা নির্ণয় করতে একটু মাথা খাটাতে হবে।

বইটিতে আরও আছে শাস্তির বিকল্প কী হতে পারে এবং সন্তানদের কী করে প্রশংসা করা যেতে পারে, সেসব বিষয়ে দারুণ সব আলোচনা। সন্তানকে সঠিকভাবে বেড়ে তুলতে অভিভাবকেরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

যে কারণে আইনি নোটিশ পেলেন আনুশকা

১৫ মে আমাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ ‘পাতাল লোক’। মুক্তির পরই অসংখ্য প্রশংসা জড়ো করে ব্যাপক আলোচনায় আসে এই সিরিজ। সম্প্রতি আইনজীবী সমিতির এক সদস্য ভিড়েন শ্রী গুরুং এই সিরিজের অন্যতম প্রযোজক হিসেবে আনুশকা শর্মাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।

অভিযোগ, এই সিরিজের একটি সংলাপে ভারতের এক কোটি পাঁচ লাখের নেপালি সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয় ‘কাস্টিস্ট স্লার’। বুঝিয়ে বলি। ধরুন কেউ কোনো নিষ্ঠুর কাজ করছে, আপনি চট করে বলে ফেললেন, ‘ও তো ব্যাটা কসাই।’ ফলে পুরো কসাই সম্প্রদায়কে অসম্মান করা হলো। ভারতের আইন দ্বারা এ ধরনের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বা সম্প্রদায়কে ছোট করে কথা বলা নিষিদ্ধ। সেই আইনেরই মারপ্যাঁচে আনুশকাকে আটকাতে চাইছেন এই আইনজীবী। আইনি ওই নোটিশে বলা হয়েছে, ‘এই সিরিজে একটি দৃশ্য আছে, যেখানে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা একটি নেপালি চরিত্রকে সাম্প্রদায়িকভাবে কটাক্ষ করে।

যা ঘটেছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। যেহেতু আনুশকা শর্মা এই সিরিজের অন্যতম প্রযোজক, তাই আমরা তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি।’ এই আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, আনুশকার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া না গেলে তিনি এবার আমাজন প্রাইমের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। শুধু এই আইনজীবী একা নন, ভারতীয় গোর্খা যুব পরিষদ একটি অনলাইন পিটিশনের আবেদন করেছে, যাতে ওই দৃশ্যের সময় শব্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আর সাবটাইটেলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। অন্তত সতর্কবার্তা হিসেবে যেন লিখে দেওয়া হয় যে এখানে কোনো সম্প্রদায়কে ছোট করা হয়নি। এভাবে টেকনিক্যালি ভুল সংশোধন করতে বলা হয়েছে। আর এই উপায় বের করে পিটিশন চালু করেছেন গোর্খা যুব পরিষদের সমাজসেবা সম্পাদক নম্রতা শর্মা। এই পিটিশন আবার তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকেও পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। জয়দ্বীপ আহলাওয়াত, গুল পানাং, নীরাজ কবি, অভিষেক ব্যানার্জি, স্বস্তিকা মুখার্জিরা মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

অস্কারের ভাগ্য অনিশ্চিত

৯৩তম অস্কারের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দ্য একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ঠিক করেছে, অন্তত আগামী বছরের জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়, আলো ঝলমলে এই রাত স্থগিত হতে পারে। ভ্যারাইটি ও এবিসি এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কথা ছিল, ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সেই বড় রাত। যে রাতে জানা যাবে ২০২০ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কাদের হাতে উঠল বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্রোঞ্জ আর ২৪ ক্যারেট সোনার সেই মানবট্রফি।

এবার করোনার জন্য নিয়ম ভেঙে বিশেষ নিয়মও করেছিল অস্কার কমিটি। সাধারণত, অস্কারে যাওয়ার জন্য কোন সিনেমা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের নির্দিষ্ট কিছু সিনেমা হলে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি দিতে হয়। কিন্তু এই বছর এই আবশ্যিক নিয়ম শিথিল করা হয়। জানানো হয়, যে সিনেমাগুলো প্রথমিকভাবে লস অ্যাঞ্জেলসের হলগুলোতে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু করোনা মহামারির কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সেই ছবিগুলো অস্কারের মনোনয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। অস্কার কমিটির পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এর পরিচালক বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয়, সবাই এই চলচ্চিত্র ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

আমরা সবাই মিলে তো একটা সম্প্রদায়, একটা ইকো সিস্টেম। এই সময়ে সব হল বন্ধ। তাই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি দেওয়া ছবিগুলোকেও অস্কারের মঞ্চে উদযাপন করা হবে। তবে হ্যাঁ, কেবল অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যেই নির্মিত, সেগুলোকে না।’

কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, এই পরিকল্পনাও বাতিল করেছে অস্কার কর্তৃপক্ষ। এক সূত্র ভ্যারাইটিকে জানায়, বিশ্বের এমন অবস্থায় আগামী অস্কার নিয়ে ভাবাটা বোধ হয় মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদিও সিনেমা উদযাপনের সবচেয়ে বড় এই আসরকে ‘না’ করাটাও কঠিন সিদ্ধান্ত। তবুও আমরা স্থগিত করার কথাও ভাবছি। একাডেমি প্রেসিডেন্ট ডেভিড রুবিন কিছু খোলাসা করে না বললেও একই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে এবিসি নেটওয়ার্ককে বলেন, ‘এখনো ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই আছে।

তবে শিগগিরই একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে যাচ্ছে। আমরা প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বের সেরা চলচিত্রগুলোকে উদযাপন করতে চাই।

কিন্তু সেটা কবে, কীভাবে হবে, তা আরও ভাবতে হবে।’ এমনও বলা হচ্ছে, কেবল লস অ্যাঞ্জেলসের ডলবি থিয়েটারে নয়, নিউইয়র্ক, শিকাগো, মিয়ামি, আটলান্টা ও সমুদ্র পারের নানা জায়গায় ছড়িয়ে—ছিটিয়ে অনুষ্ঠিত হবে অস্কার। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি আসেনি।

এ সময়ে চুলের যত্নে

করোনার সংক্রামণকালে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সময় কাটছে নিজ ঘরেই। সাধারণ সময়ে সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে চুলের যত্ন নেওয়া হতো। নিয়মিত চুল কাটা কিংবা পরিচর্যার সেই সুযোগ এখন বন্ধ। কিছুটা দুশ্চিন্তায় বাড়ছে কি চুলপড়ায়ও? বাড়িতেই শুরু হয়ে যাক চুল সুন্দর রাখার চর্চা। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদানগুলোই যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া উপাদানগুলোও হতে পারে চুলের যত্নের জন্য উপকারী উপকরণ।

এই সময়ে চুলের যত্নের উপকরণ হওয়া চাই সহজলভ্য, যা সহজেই ঘরে পাওয়া যাবে। যেহেতু এখন গরম ও বৃষ্টি দুইই দেখা যাচ্ছে তাই উপকরণগুলো বেছে নিতে হবে চুলের ধরন বুঝে। তৈলাক্ত, শুষ্ক ও স্বাভাবিকতিন ধরনের চুলের জন্যই উপাদান ব্যবহারের আগে সঠিক পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নেওয়া জরুরি। আবার এই সময়ে অনেক খাবারের খোসা বা অবশিষ্ট অংশ ফেলে না দিয়ে চুলের যত্নে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এমনটাই জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।

তৈলাক্ত চুলের যত্ন

ভিটামিন সি চুলের ও আমাদের শরীর দুইয়ের জন্যও বিশেষ দরকারি। লেবুর শরবত তৈরি করার পর তার খোসা ফেলে না দিয়ে সহজেই চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি লেবুর খোসা ও ৩ কোয়া রসুন ভালোমতো পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্টটি শুধু মাথার ত্বকে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। রসুনের মধ্যে থাকা সালফার ও লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে এই সময়ে। পরে চুল শ্যাম্পু করুন। এই প্যাকটি চুল পড়া রোধে খুব ভালো কাজ করে।

শুষ্ক চুলের যত্ন

একটি পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অর্ধেক পাকা কলা ও এক টেবিল চামচ মধু ভালোমতো ব্লেন্ড করে নিন। এরপর প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন। শুষ্ক চুলে মসৃণতা আনে এই প্যাকটি।

স্বাভাবিক চুলের জন্য

একটি পেঁয়াজের রস প্রথমে পরিষ্কার মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট পর এটি শুকিয়ে গেলে ঘরে থাকা নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল গরম করে মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করুন। চুল খুব দ্রুত লম্বা হবে।

শ্যাম্পুর বিকল্প ও রং করা চুলের জন্য মসুর ডাল বেশ ভালো কাজ করে। দুই টেবিল চামচ শর্ষেবাটা ও দুই টেবিল চামচ মসুর ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পাতলা পেস্ট করে নিন। এবার পরিষ্কার মাথার চুলের গোড়ায় এই পেস্টটি ব্যবহার করুন। এ সময়ে বাসায় থেকে চুলে রং করার ফলে চুলের গোড়ায় থাকা গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ প্যাকটি মাথার ত্বক পরিষ্কার করে গ্রন্থির মুখ খুলে দেয়।

চুল ফাটা দূর করতে

চুল ফাটা দূর করতে আদারস মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে হালকা গরম নারকেল বা জলপাইয়ের তেল মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ফাটা অংশ কাটতে চাইলে সহজ নিয়ম হলো ভেজা চুলের মাঝবরাবর সিঁথি করে দুই পাশে সমান করে নিচ থেকে কেটে ফেলা। এ ছাড়া মাথা নিচু করে ভেজা চুল পেছন থেকে সামনে এনে সমান করে আঁচড়ে নিয়ে কেটে নিতে পারেন। এতে চুলে ভলিউম লেয়ার আসবে।

কন্ডিশনারের বিকল্প চা—পাতা

বাড়িতে চা খাওয়ার পর চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই চা—পাতা পানিতে ভিজিয়ে শ্যাম্পুর পর চুলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু এর জন্য চা তৈরির সময়ে কোনো রকম চিনি ব্যবহার করা যাবে না। তাতে চুলে আঠালো ভাব চলে আসবে।

বৃহস্পতিবার বিএমএস'র উদ্যোগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন পাবে মহিলারা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): যুদ্ধ ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী কমিশন দেওয়ার রাস্তা অবশেষে পরিষ্কার হয়ে গেল।এই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলাদের কমান্ডিং পোস্ট শীর্ষস্থানীয় পদগুলিতে বসানোর জন্য রুপরেখা তৈরি করতে তিন মাস সময় দিয়েছিল।পাঁচ মাস পর সরকারি মঞ্জুরি পাওয়ার পরে শর্ট সার্ভিস কমিশন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ টি ভাগে স্থায়ী কমিশন পাবে।ভারতীয় সৈন্য সেবায় মহিলা আধিকারিকদের শর্ট সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয়।এরপরে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ১৪ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে পারে।এরপরে তারা অবসর নেয়।২০ বছর পর্যন্ত চাকরি না করতে পারার জন্য অবসরকালীন পেনশন থেকে তারা বঞ্চিত হত। ১৭ ফেব্রুয়ারি নিজের রায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল যে যুদ্ধ বাদে সেনাবাহিনীর অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগে মহিলা কর্মীদের স্থায়ী কমিশন দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল যে ২০১০ সালে দিল্লি হাইকোর্ট একই রায় দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় কোন হেলদোল দেখায়নি প্রশাসন।এর ৯ বছর পর এই রায়ের বিপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়।সেই সময় বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রকে ভৎসনা করে জানিয়েছিল যে কেন এতদিন পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশিকাকে কার্যকর করা হলো না। আদালতে হলফনামা পেশ করে কেন্দ্র জানিয়েছিল যে মহিলাদের পুরুষদের সাথে বরাবর হয়ে ওঠার প্রয়াস করা উচিত না।পুরুষের থেকে অনেক মহান হচ্ছে মহিলারা।কোন মহিলা সেনাকর্মী যদি যুদ্ধবন্দী হয়ে পড়ে তখন তার পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

বর্তমানে সেনাবাহিনী তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশ সেবার জন্য মহিলাদের সুযোগ করে দিতে সেনাবাহিনী তৎপর।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের জেরে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় সেনা।

করিমগঞ্জ জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ইকবাল, গুঞ্জন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি অনেকদিন থেকে শূন্য। অনেক সংখ্যালঘু নেতার শ্যেন দৃষ্টি ছিল মর্যাদাপূর্ণ এই পদের দিকে। শেষপর্যন্ত এই পদে আসীন হতে চলছেন প্রদেশ বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদক ইকবাল হুসেন। এ ধরনের খবর করিমগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তেই জেলার সংখ্যালঘু মহল, বিশেষ করে বিজেপি সমর্থিত সংখ্যালঘু মহলে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দিশপুরে জনতা ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের ফাইলটি অনুমোদন লাভ করেছে। দু-একদিনের মধ্যে সরকারি নোটিফিকেশন জারি হবে।

এদিকে, করিমগঞ্জ জেলায় অনেকদিন থেকেই জল্পনা চলছিল ইকবাল হুসেন সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় ইকবালই যে চেয়ারম্যান হচ্ছেন সেটা প্রায় পরিষ্কার ছিল। এ ব্যাপারে ইকবাল হুসেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, নোটিফিকেশন জারি হওয়ার পরই বলতে পারবেন। তবে চেয়ারম্যান হওয়ার চেয়ে এই পদের দায়িত্ব সামলানো বড় ব্যাপার। ইকবাল আরও বলেন, বিজেপি দলের হয়ে কাজ করে যাচ্ছি নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে তা গুরুত্ব সহকারে পালন করার চেষ্টা করব। বিজেপি সম্বন্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে যে ভয়ভীতি বা ভুলভ্রান্তি ধারণা ছিল, ১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই সকল সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছি। দক্ষিণ করিমগঞ্জের সংখ্যালঘু এলাকায় বিজেপির হাওয়া বর্তমানে প্রবল যা অতীতে দেখা যায়নি। সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হলে প্রথম কাজই হবে, সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারি বরাদ্দ প্রকল্প এবং সুবিধাগুলো সংখ্যালঘুদের পাইয়ে দেওয়া।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি নিয়ে যে বিরাট কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে তার উচ্চস্তরের তদন্তের দাবি নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল এবং অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দ্বারস্থ হবেন বলেও সাফ জানিয়েছেন ইকবাল হুসেন।

উল্লেখ্য, ইকবাল হুসেন ২০০২ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন। ২০১১ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। করিমগঞ্জ জেলায় অস্তিত্বহীন তৃণমূল দলের টিকিটে লড়াই করেও ২২ হাজার ভোটারের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ২০০৬ সাল থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ইকবাল। ইদানীং করোনা প্রেক্ষাপটে লকডাউনের সময়ও গোটা বিধানসভা এলাকায় ত্রাণ বণ্টনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। বর্তমানে বিধানসভা নির্বাচন এলাকা ভিত্তিক কোয়ারেন্টাইন কমিটির কো-চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন ইকবাল।

অন্যদিকে নিজের বিধানসভা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁর নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সহ গোটা জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিবর্তনের ছোয়া লাগবে বলে জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এনআইটিতে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি সরলীকরণ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): আইআইটির মতন এনআইটিতে ভর্তি হতে গেলে লাগবে না দ্বাদশ শ্রেণীর ৭৫ শতাংশ নম্বর। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিষঙ্ক।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী লিখেছেন, জেইই মেন্স ক্লিয়ার করা পরীক্ষার্থীদের এনআইটিতে ভর্তি হতে গেলে দ্বাদশ শ্রেণীতে ৭৫ শতাংশ নম্বর না থাকলেও চলবে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এনআইটি ছাড়াও সিএফটিআই পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীতে ৭৫ শতাংশ নম্বর না থাকলেও ভর্তি হতে পারবে পড়ুয়ারা।কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নিজের টুইট বার্তায় আরো জানিয়েছেন জেইই মেন্স ক্লিয়ার করা পরীক্ষার্থীদের কেবল দ্বাদশ পাশ করলেই চলবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনার জেরে সিবিএসসি সহ অন্যান্য পর্ষদ দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার রদ করে দিয়েছে।ফলে এনআইটিতে ভর্তি হতে গেলে এখন আর দ্বাদশ শ্রেণী নির্ধারিত ৭৫ শতাংশ নম্বর না পেলে চলবে।এর আগে আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও দ্বাদশ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বরের মানদন্ড তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এবার সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে গেলেন হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

সিমলা, ২৩ জুলাই (হি. স.): এবার সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে গেলেন হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি করোনা আক্রান্ত হওয়ায়।বৃহস্পতিবার থেকেই সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার সকালেই ডেপুটি সেক্রেটারির রিপোর্ট পজেটিভ আসার পর, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন করোনা ভাইরাস প্রোটোকল অনুযায়ী সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে যাচ্ছেন তিনি। নিজের সরকারি বাসভবনেই রয়েছেন জয় রাম ঠাকুর। জানা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর পুরোপুরি ভাবে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে পুরোদমে সেখানে প্রশাসনিক কাজকর্ম হবে। তবে যে সচিব করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁকে বাড়িতেই আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে।

এই ইস্যুতে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বাস্থ্য) আর ডি ধীমান বলেন মুখ্যমন্ত্রী সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার পর আরও ৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ৩৬টি নমুনার মধ্যে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর রক্তের নমুনাও। তবে রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বাস্থ্য) জানান, বুধবারই করোনা পরীক্ষা হয় মুখ্যমন্ত্রীর। রাত নটা নাগাদ তাঁর রিপোর্ট মেলে। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী ও পরিবারের আরও দুজনের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলে খবর।

নাগাল্যান্ডে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, সপ্তাহব্যাপী লকডাউন ঘোষণা কোহিমায়

কোহিমা, ২৩ জুলাই (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় কোহিমা জেলায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউন লাগু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোহিমা জেলা টাস্ক ফোর্স আগামী ২৫ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম বলেছেন, নাগাল্যান্ডে নতুন করে ৯০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এ নিয়ে রাজ্যে মোট করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৮৪।

নতুন আক্রান্ত ৯০ জনের মধ্যে কোহিমায় ৬১ জন, ডিমাপুরে ২৬ জন পেরেনের ২ জন এবং ফেকের ১ জন রয়েছেন। নাগাল্যান্ডে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৫৪৮ জন সক্রিয় রয়েছেন এবং ৪৮৬ জন সুস্থ হলে তাদের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এখনও করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যাননি।

কোহিমার জেলাশসক বলেন, কঠোর নজরদারি এবং করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের খুঁজে বের করার জন্যই লকডাউন জারি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা সংক্রমিতদের দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হলে করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, লকডাউনে জরুরি পরিষেবা, নিরাপত্তা বাহিনী, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, টেলিকম, ব্যাংক, বেথেল রান্নাঘর ইত্যাদি খোলা থাকবে।

আসাম সিইই ২০২০-এর নয়া তারিখ ঘোষণা, ২০ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : আসাম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি তাদের আসাম কম্বাইন্ড এনট্রান্স এগজামিনেশন (আসাম সিইই ২০০)-এর নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর আসাম সিইই ২০২০-র পরীক্ষা অনুষ্ঠিচ হবে। ১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষার্থীরা এডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১১ টা থেকে। চলবে বেলা ২ টো পর্যন্ত। ফলাফল ঘোষণা হবে ৩০ সেপ্টেম্বর কিংবা তার আগে। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা আসাম সিইই ২০২০-র পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আসাম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট ন্দন্দন্দ.খুর্ন্স্ঠন্ডগুখক্কদ্র-এ দেখতে পারবেন। আসাম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির সদস্যসচিব এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীরা লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনলাইনে কিংবা ০৮৪৭২৮৮০২৭৭, ০৯৭৬৯১৯৯৪২১, ০৯৬১৯৪৫২১০৯ নম্বরে যোগাযোগ করলে পেয়ে যাবেন।

অতিমারি করোনা পরিস্থিতির কারণে এর আগে দু-দুবার পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ৪ জুন আসাম সিইই ২০২০-র পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঙ্ষ্টড্ড/ঙ্খক্কক্ক/২০২০/৬২৭/ঞ্চঙ্ক্ত নম্বরের নোটিশে সেই পরীক্ষা ২ আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। করোনা সংক্রমণের আবহে এবার সেই দিনক্ষণও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

মানব ট্রায়ালের জন্য তৈরি কোভ্যাকসিনের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে গোটা বিশ্বের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত।এই মহামারীর সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, রাশিয়া সহ বিশ্বের একাধিক দেশ প্রতিষেধক আবিষ্কারে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। যত দ্রুত এর প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে ততো তাড়াতাড়ি করোনা থেকে মুক্তি লাভ পাবে মানবজাতি। পিছিয়ে নেই ভারত। ভারতে প্রতিষেধক তৈরির কাজ চলছে।

ডা: সঞ্জয় রায় এবং তার সহ বৈজ্ঞানিকেরা নিরন্তন পরিশ্রম করে চলেছেন প্রতিষেধক আবিষ্কারের লক্ষ্যে।সবার নজর এখন কো ভ্যাকসিনের দিকে। যার মানব ট্রায়াল শুক্রবার শুরু হবে। মানব ট্রাইল শুরু হওয়ার আগে ইতিমধ্যেই এইমসের তরফ থেকে দিল্লিতে ১২ জনকে স্ক্রীনিং করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।শুক্রবার শুরু হবে মানব ট্রায়ালের প্রথম পর্ব। প্রাথমিকভাবে এতে দুইজনের উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করা হবে।এইভাবে ট্রায়াল তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত সফল হলে পরবর্তী সময় তার সার্বজনীন করা হবে। একই সাথে এটিকে প্রতিষেধক হিসেবে মান্য তাও দেওয়া হবে।

ডা: সঞ্জয় রায় জানিয়েছেন, এই ওষুধটি পুরোপুরি ভারতে নির্মিত।দেশীয় উপাদান দিয়ে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।দেশে এখনো পর্যন্ত অনেক কম ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে।কারণ ভারত রির্সাচ এবং ডেভলপমেন্টে আগে এতটা উন্নত ছিল না। এখন ভ্যাকসিন তৈরি করার ক্ষেত্রে ভারত উন্নত।এই ওষুধটি আইসিএমআর এবং ভারত বায়োটেকের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হচ্ছে।পশুদের ওপর এই ওষুধের ট্রায়াল চালানো হয়েছে।এখন মানুষের উপর প্রয়োগ করার মঞ্জুরি মিলেছে। তিনটি পর্যায়ক্রমে এই ট্রায়াল চলবে। এই প্রক্রিয়ায় ১৮ থেকে ৫৪ বছর বয়সীর মানুষদের সংযুক্ত করা হয়েছে।

সোশাল মিডিয়ায় অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এবং তাঁর সন্তানদের হত্যার হুমকি দিয়ে গ্রেফতার প্রাক্তন সেনাকর্মী

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : সোসাল মিডিয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং তাঁর সন্তানদের হত্যার হুমকি দিয়ে পুলিশের জালে পড়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এক জওয়ান। বুধবার রাত অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গুয়াহাটির হাতিগাঁও থেকে তীর্থ চলিহা নামের প্রাক্তন জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে। স্বাস্থ্যামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং তাঁর ছেলে ও মেয়েকে গলা চেপে হত্যার হুমকির পাশাপাশি মন্ত্রীর স্ত্রী রিনিকি ভুইয়াঁ শর্মার নামেও আপত্তিকর মন্তব্য করেছে অভিযুক্ত তীর্থ চলিহা। গ্রেফতার তীর্থ চলিহার মূল বাড়ি উজান অসমের লখিমপুর জেলার বিহপুরিয়া থানার অধীন আমগুড়ি গ্রামে। তবে ঠিক কী কারণে অভিযুক্ত তীর্থ সোশাল মিডিয়ায় অসমের একজন প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং তাঁর দুই সন্তানকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে এবং মন্ত্রীর সহধর্মিনীর নামে অপমানজনক মন্তব্য করেছে তা জানা যায়নি। পুলিশ টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে ধৃত তীর্থ চলিহাকে। ধৃত তীর্থ চলিহার বিরুদ্ধে ১২/২০২০ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।অভিযুক্ত তীর্থ চলিহা সোসাল মিডিয়ায় এতটুকু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অসমের জনপ্রিয় মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এমন দুঃসাহসী মন্তব্য করতে পিছপা হয়নি। এছাড়া বর্তমানে রাজ্যের অতিমারি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্বকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করায় অভিযুক্ত চলিহার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

কিছুদিন থেকে বিহপুরিয়া থানার ওসি-র বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে নানা শব্দ প্রয়োগ করে লেখালেখি করে আসছিলেন ওই প্রাক্তন সেনা জওয়ান।

বাংলাদেশে একদিনে করোনার বলি ৫০, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২ হাজার ৮০১ জন

ঢাকা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : : ঘড়ির কাঁটা যত এগোচ্ছে ততই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যুমিছিলের সারি। দেশে প্রাণসংহারি করোনাভাইরাসের ছোবলে ঝড়ল আরও ৫০ প্রাণ। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত মারণ ভাইরাসের বলি হলেন ২ হাজার ৮০১ জন। পাশাপাশি নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৮৫৬ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ লাখ ১৬ হাজার ১১০ জনে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতি ঘন্টায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছেন ২ জনের বেশি। আর প্রতি মিনিটে আক্রান্ত হচ্ছেন দু'জন করে। করোনাভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণ রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও উদ্যোগও মারণ ভাইরাসকে রুখতে পারছে না। বৃহস্পতিবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিযমিত ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ১২ হাজার ৩৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় দুই হাজার ৮৫৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গিয়েছেন ৫০ জন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দুই হাজার ৮০১ জনে। কিছুটা স্বস্তির হলো, গত ২৪ ঘন্টায় করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুই হাজার ছয় জন। দেশে মোট করোনা জয়ীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল এক লাখ ১৯ হাজার ২১০ জনে।'

কংগ্রেস সেবাদলের উত্তরপূর্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পিএ গুরুংকে, স্থলাভিষিক্ত চন্দন বরুয়া

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : কংগ্রেস সেবাদলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে পিএ গুরুংকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস সেবাদলের সম্পাদক চন্দন বরুয়াকে। সেবাদলের মুখ্য আহ্বায়ক লালজি দেশাই এক পত্রের মাধ্যমে এই নির্দেশ জারি করেছেন।

প্রদেশ ও জেলা কমিটিকে ডিঙিয়ে গত ২৫ জুন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সেবাদলের মুখ্য আহ্বায়ক হিসাবে আহাদ উদ্দিন তালুকদারকে নিযুক্তি প্রদান করেন উত্তরপূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবাদলের সাধারণ সম্পাদক পিএ গুরুং। এই নিযুক্তি নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় সেবাদলের অন্দরমহলে। এর প্রতিবাদ করে এআইসিসি সেবাদলের মুখ্য আহ্বায়ক লালজি দেশাইকে পত্র লেখেন প্রদেশ সেবা দলের মুখ্য আহ্বায়ক সুকান্ত ভট্টাচার্য। এর পরই গুরুংকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইসলামপুরে করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃত দুই

ইসলামপুর, ২৩ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরে করোনা সংক্রামিত ইসলামপুর মহকুমার দুই বাসিন্দার মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ইসলামপুর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জিতেন্দ্রনাথ দাস (৫৯) ইসলামপুর শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তার চিকিৎসা চলছিল। অপরদিকে, চোপড়া থানার দেবীঝোড়া এলাকার বাসিন্দা সবিতা শীলেরং (৫৬) শিলিগুড়ির ডিসান কোভিড হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

গোটা ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। কারণ এদিন দুজন মিলিয়ে ইসলামপুর মহকুমায় করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশেরই শারীরিক অন্যান্য সমস্যা ছিল। উল্লেখ্য, ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের ৩ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সহ ইসলামপুর থানার এক শীর্ষ আধিকারিক গত তিনদিনের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের অন্দরেও কোভিড থাবা বসিয়েছে। ফলে বাড়তে থাকা সংক্রমণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। যদিও আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত ইসলামপুর পুর এলাকায় লকডাউন জারি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফেও লকডাউন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে মাইকে প্রচার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কিকিএমএস উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বহিঃরাজ্য থেকে শূকর আমদানি বিরোধিতা অসমে

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে শূকরছানা আমদানির প্রচণ্ড বিরোধিতা হচ্ছে অসমে। আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র নামে একপ্রকার ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একাংশের দাবি, শূকরছানা বহিঃরাজ্য থেকে আমদানির মাধ্যমে স্থানীয় পশুপালকদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। এক ফেসবুক বার্তায় প্রণবমিলন গগৈ লিখেছেন, অবশেষে শূকরের দিল্লি লবি জয়ী হয়েছে। করোনা অতিমারি এবং আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-কে হাতিয়ার করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় শূকর পালকদের ঠকিয়ে শূকরের মাংস দিল্লিতে আমদানি হবে। মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, পঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শূকর পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে, কঠোর নজরদারি পালন করতে হবে। অসম এবং অরুণাচল প্রদেশে আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লু-র প্রকোপ দেখা দেওয়ায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, অসম সরকার পঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে শূকর আমদানি নিয়ে চিন্তিত।এক টুইট বার্তায় অসমের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা বলেন, অসমে শূকর ছানা পরিবহণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, অসম সরকার আমাদের শূকর পালকদের স্বার্থ মাথায় রেখেই পদক্ষেপ নেবে। পশুপালন দফতরের আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা পালনে ব্যবস্থা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গলমহলে আসন পাকা করতেই রাজ্য কমিটিতে স্থান ছত্রধর মাহাতকে, মত রাজনৈতিক মহলের

কলকাতা, ২৩জুলাই (হি. স.): ২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক পদে রদবদল করে জঙ্গলমহল ঢেলে সাজাতে চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে কারণেই রাজ্য কমিটিতে সভাপতির পদে নিয়ে আসা হলো ছত্রধর মাহাতোকে। একই সঙ্গে এই কমিটির সদস্য করা হলো সুকুমার হাঁসদা ও চূড়ামণি মাহাতোকে।

মাওবাদী সন্দেহে দীর্ঘকাল জেলে ছিলেন ছত্রধর মাহাতো। গতবছর ছাড়া পাওয়ার পর সরাসরিভাবে তৃণমূলে যোগ না দিলেও ঝাড়গ্রামের দেখাশোনা করছিলেন তিনি। এর পরেই এবার সরাসরি তাকে তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসা হল। এই সংযোজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। পাকাপোক্ত পরিকল্পনা করেই তাঁকে রাজনীতির মূল স্রোতে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনটাই মনে করছে রাজ্যের বিরোধী শিবির গুলি। এছাড়া রাজ্য কমিটির নতুন সদস্য হলেন অমিত মিত্র, সৌগত রায়, কিছুদিন আগে বিদ্রোহ দেখানো রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার হাঁসদা। ২১ জনের রাজ্য কমিটির অধিকাংশই নতুন মুখ।

একদা জঙ্গলমহল তৃণমূলের রীতিমতো শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল। মাওবাদী সমস্যা মিটিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে সেখানকার জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বিগত লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কাছে তৃণমূলের শোচনীয় হার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে চাইছে শাসক দল। দলনেত্রী জোর দিতে চাইছেন উত্তরবঙ্গে এবং জঙ্গলমহলে। ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিলেও সেভাবে জঙ্গলমহলের উন্নয়ন করেনি তৃণমূল সরকার। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বছর কয়েক আগে থেকে গেরুয়া শিবিরের আচমকা এসব জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসে। জঙ্গলমহলের মূল তিন জেলা ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে তৃণমূলকে পিছু হটতে হয়েছে বিগত লোকসভা নির্বাচনে। সেই জঙ্গলমহলে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে ফের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে শাসক দল।তাই সেই জায়গার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সরাসরি রাজ্য কমিটিতে নিয়ে এলেন ছত্রধর মাহাতোকে। এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, ছত্রধরকে সামনে রেখেই ফের লালগড় সহ জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করতে চাইছেন মমতা।তাই লালগড়-সহ জঙ্গলমহলে পায়ের তলার জমি শক্ত করতে পুরনো অস্ত্রে শান দিতে চাইছেন তিনি।

কোভ্যাকসিন ট্রায়লে ডাক পেল দুর্গাপুরের শিক্ষক চিরঞ্জিত ধীবর

দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই(হি.স.): বিশ্বজুড়ে নভেল করোনার প্রকোপ। সংক্রামক রুখতে চলছে লকডাউন। মারণ ওই রোগের ভ্যাকসিন তৈরীর জন্য তৎপর ভারতসহ বিশ্বের বৈজ্ঞানীমহল। শুরু হয়েছে মানবদেহে ভ্যাকসিন পরীক্ষা। আর ওই কোভ্যাকসিন ট্রায়লে ডাক পেল পশ্চিমবাংলার প্রথম ব্যক্তি দুর্গাপুরের প্রাথমিক শিক্ষক চিরঞ্জিত ধীবর। বুধবার তাকে ই-মেলে তলব করা হয়েছে।

চিরঞ্জিত ধীবর দুর্গাপুর টাউনশীপের বাসিন্দা। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। গত ২৭ এপ্রিল কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ট্রায়লে নিজের দেহ ব্যাবহারের সম্মতি জানিয়ে আইসিএমআরএ আবেদন করেন। একইসঙ্গে ওই আবেদন তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক, দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে নভেল করোনা থাবা বসিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে গোটা বিশ্বে লক্ষাধিক মানুষের। আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রামকের সংখ্যা। মারণ এই রোগের মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করেছে, ভারত সহ আমেরিকা, ইতালী, ফ্রান্স মত বিশ্বের তাবড় দেশগুলি। কোভিড-১৯ র ভ্যাকসিন তৈরীতে মশগুল বিজ্ঞানীমহল। চলছে তার নানান পরীক্ষা নিরিক্ষা। ভ্যাকসিন ট্রায়লের জন্য মানবদেহ প্রয়োজন। কোভ্যাকসিন ট্রায়লের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম আবেদন করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক চিরঞ্জিত ধীবর। বুধবার রাতে ভুবেনশ্বরের প্রিভেন্টিভ এন্ড থেরাপেটিক ক্লিনিকাল ট্রায়ল ইউনিট। জানা গেছে, প্রথমে তার কোভিড-১৯ পরীক্ষা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শারিরিক পরীক্ষা হবে। তারপর সেখানে তার কোভ্যাকসিন ট্রায়ল হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বীরভূম জেলাজুড়ে লকডাউন সফল করতে সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন

সিউড়ি , ২৩ জুলাই (হি. স.) : ফের লাঠি হাতে পুলিশ। লকডাউন অমান্য করে যারা বাড়ির বাইরে বেরিয়েছেন কোথাও তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিল পুলিশ। কোথাও আবার লাঠি হাতে দাবাংগিরি। লকডাউন অমান্যকারীদের দেওয়া হলো উত্তম মধ্যম। বীরভূম জেলাজুড়ে সকাল থেকে কার্যত বন্ধের আকার নিল।

বীরভূমে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারজন্য শুক্রবার থেকে এক সপ্তাহ জেলার ছয়টি শহরে আংশিক লকডাউন ঘোষনা করেছে জেলা প্রশাসন। এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে যে লকডাউন ছিলো তা সফল করতে ততপর ছিল বীরভূম পুলিশ। সকাল থেকে প্রচন্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই পুলিশ বেরিয়ে পরে রাস্তায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে এসডিপিও, ডিএসপি সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকরা সকলেই এদিন ততপর ছিলেন। সিউড়িতে সাত সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুবিমল পালের নেতৃত্বে পুলিশের টহল শুরু হয় সিউড়িতে। রামপুরহাটে এসডিও শ্বেতা আগরওয়াল ও এসডিপিও সৌম্যজিত বরুয়া রাস্তায় নামেন লকডাউন সফল করতে।

এদিন সিউড়ি বোলপুর রামপুরহাট সহ জেলাজুরে বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এদিন সাঁইথিয়ায় পুলিশের ভূমিকা ছিল ভিন্ন। সেখানে লকডাউন অমান্যকারীদের ধরে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো হয়। তারপর লাঠির বাড়ি দেওয়া হয়। উত্তম মধ্যম পেয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করেন লকডাউন ভঙ্গকারীরা। এদিকে সিউড়িতে পাড়ার ভেতর আড্ডা দিচ্ছিল কয়েকজন। পুলিশ টহল দেওয়ার সময় তাদের দেখতে পেলে ভয় ওই যুবকদের মধ্যেই একজন ঝাঁপ দেয় পুকুরের জলে। পরে সাঁতার কেটে সে পুকুর পার হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫০ জনের বেশি ব্যক্তিকে লকডাউন ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, “লকডাউন সফল করতে পুলিশ সচেষ্ট। যারা বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের মধ্যেও সড়কপথে বাণিজ্য প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.): লকডাউনের মধ্যেও বাংলাদেশকে জরুরি পণ্য রফতানি করবে ভারত। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ থেকে আসা ট্রাক গুলিকে সীমান্তে আটকে দিয়েছিল। কিন্তু এবার তেমনটা হবে না। ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউনের মাঝেও বাংলাদেশের সঙ্গে সড়ক পরিবহন যোগাযোগ এবং পণ্য সরবরাহ জারি রাখবে ভারত সরকার। রাজ্যজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য ২৩, ২৫ এবং ২৭ শে জুলাই রাজ্যজুড়ে পূর্ণমাত্রায় লকডাউন জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ। জরুরী পরিষেবা ছাড়া গোটা রাজ্যে জারি থাকবে লকডাউন।কিন্তু এই লোকডাউনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে পণ্য আনা ও নেওয়ার কাজ। ভারতের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোলে পণ্য বিনিময় জারি থাকবে।

বিএসএফের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে লকডাউন জারি থাকলেও এর প্রভাব দুই দেশের পণ্য বিনিময় মধ্যে একেবারে পড়েনি। দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা বাণিজ্য স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে চলেছে।এর আগে মার্চ-এপ্রিলে লকডাউন এর প্রথম দফায় দুই দেশের মধ্যে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে বাণিজ্য বিনিময় বন্ধ। বিগত ১০ দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকার।তারপরে ঠিক হয় যে লকডাউন জারি থাকলেও এর প্রভাব দুই দেশের সড়ক পরিবহন বাণিজ্যের মধ্যে পণ্য বিনিময় এর মধ্যে কোন ভাবেই পড়বে না।

বাগবাজার বস্তিতে খোঁজ করোনা আক্রান্তের, ভয়ে কাঁপছে প্রতিবেশীরা

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.): রাজ্যজুড়ে মারন কামর বসিয়েছে করোনা। কলকাতা পুরসভার তথ্য অনুযায়ী পাকা বাড়ি ও ফ্ল্যাটের তুলনায় বস্তিতে সংক্রমণের হার অনেক কম। কিন্তু এরই মাঝে এবার বাগবাজার বস্তিতে করোনা হানা। করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলতেই সংক্রমণের ভয়ে কাঁটা প্রতিবেশীরা।

উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার সর্বত্রই রাজ করছে করোনা। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে আতঙ্ক। এরই মাঝে বাগবাজারের বস্তিতে হানা করোনার। বাগবাজারের ওই বস্তিতে রয়েছে এক করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধা। ওই বৃদ্ধা ক্যান্সারেও আক্রান্ত। কিছুদিন আগে নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে তিনি রয়েছেন ওই বস্তিতে। কিন্তু চিন্তার বিষয় করোনা আক্রান্ত যে শৌচাগার ব্যবহার করে সেই শৌচাগার ব্যবহার করে বস্তির বাকিরা। ওই বস্তিতে বাস প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি পরিবারের।

স্থানীয়দের তরফে অভিযোগ, ওই করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধা বাড়িতে থাকলেও তার আইসোলেশননের কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি করোনা আক্রান্ত ওই বৃদ্ধা যে শৌচাগার ব্যবহার করছে সেই শৌচাগার ব্যবহার করতে হচ্ছে বাকিদের। ফলে বর্তমানে আতঙ্কে কাঁপছে বাসিন্দারা।

তৃণমূলের লাউদোহা ব্লক সভাপতি করোনা সংক্রামিত, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই (হি. স.) : করোনার আক্রান্ত তৃণমূলের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়। বুধবার রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট আসে। বৃহস্পতিবার তাঁকে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, সুজিতবাবু লাউদোহার সরপি গ্রামের বাসিন্দা। তৃণমূলের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সভাপতি ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। দিন কয়েক আগে সুজিতবাবু জ্বরে আক্রান্ত হন। লাউদোহা ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসা করান। সেখানেই সুজিতবাবু সহ তাঁর পরিবারের লালারস নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। বুধবার রাতে সুজিতবাবুর রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

এদিকে খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুর- ফরিদপুর ব্লকজুড়ে। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে দলীয় বেশ কিছু কর্মসুচীতে যোগ দিয়েছিলেন সুজিতবাবু। শুধু তাই নয় ২১শে জুলাই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও ছিলেন। দুর্গাপুর -ফরিদপুর ব্লকের বিডিও মৃণাল কান্তি বাগচি জানান , “সুজিতবাবুর সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন, পুলিশ তাদের খোঁজ নিয়ে একটি তালিকা তৈরী করছে। তাদেরও লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।’

লকডাউন সফলতায় শহরজুড়ে অনবরত টহলদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি স): করোনা নাশে উদ্যোগী রাজ্য। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে প্রতি সপ্তাহ লকডাউনের প্রথম পর্ব। লকডাউন সফলতায় শহরজুড়ে চালাচ্ছে টহলদারি কলকাতা পুলিশ।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। আর তাই সংক্রমণ রোধে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে চলবে সম্পূর্ণ লকডাউন। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতি ও শনিবার চলবে লকডাউন। সকাল ৬ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত চলবে লকডাউন। আর লকডাউন কার্যকর করতে শহরে উত্তর থেকে দক্ষিন সর্বত্রই বহাল পুলিশি টহলদারি। আর কেউ লকডাউন অমান্য করলেই তাকে শাস্তি দিচ্ছে পুলিশ। লকডাউন সফল করতে ড্রোন উড়িয়েও নজরদারি চালায় পুলিশ। মোড়ে-মোড়ে নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি অবাধ্য বাইকচালকদের শবক শেখানে। সংক্রমণ রুখতে সবরকমভাবে তৎপর পুলিশকর্মীরা।

অভাব-অনটনের অভিযোগ মায়ের, দুর্গাপুরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই(হি. স.) : যুবকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর কোকওভেন থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর ৪৩ নং ওয়ার্ডের শ্যামপুর দক্ষিনায়ন এলাকায়। অনটনে আত্মঘাতীর অভিযোগ মৃতের মায়ের।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম তাথিন লোহার(২৮), শ্যামপুর দক্ষিনায়ন এলাকার বাসিন্দা। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ত্রিপলের ছাউনী একটি চালাতে কোনভাবে থাকত। পেশায় দিনমজুর, রাজমিস্ত্রির লেবারের কাজ করত। বৃহঃস্পতিবার সকালে বাড়ীর পাশে একটি চালাঘরে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে কোকওভেন থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তাতিনের মা দুলি লোহার জানান, ’ অভাব অনটন ছিল। লকডাউনে কাজ না পাওয়ায় অভাব দেখা দেয়। ঘরে চাল, ডাল ছিল না। তাই নিয়ে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া হয় ছেলের।’ স্থানীয় কাউন্সিলার তথা বরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী জানান,’ অনটন থাকলেও খাদ্যভাব ছিল না। লকডাউনে খাদ্যশস্য বিলি করা হয়েছে। কমিউনিটি কিচেন চলেছে। তবে পরিবারটির পাশে থাকব।’

এবার করোনা হানা গায়ক অভিজিৎ এর বাড়িতে

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। এরই মাঝে ক্রমাগত বাড়ছে আতঙ্ক। আর এবার করোনা হানা গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যের বাড়িতে। করোনা আক্রান্ত গায়কের ছেলে। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে আতঙ্ক।তবে, করোনা নাশে তৎপর প্রশাসন। কিন্তু তবুও যেন পিছু ছাড়ছেনা আতঙ্ক। আর সেই আতঙ্কের মাঝেই এবার করোনা হানা দিল বাঙালি গায়ক এর বাড়িতে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকের দপ্তরের নিয়ে এলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এই শুনে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ কার্যালয়ের সামনে তড়িঘড়ি ছুটে আসে আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটির সম্পাদক সহ আইপিএফটির গোটা কুড়ি নেতা-নেত্রী। তবে পুলিশের সঠিক জিজ্ঞাসাবাদের পরই বেরিয়ে আসবে ডেকে আনা তিনজন আদতেই উগ্রপন্থীদের সাথে যোগ সূত্র রয়েছে কিনা?

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে কোন অফিসে মদের আসর কিংবা অন্য কোনো নেশার আসর না বসে সেজন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতেও জোরালো দাবি উঠেছে।

ষাটোর্ধ

● প্রথম পাতার পর

তাকে বলপূর্বক তার ঘরে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। মহিলার চিৎকারে বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে। ৬৫ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষিতার খবরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে। এই পৈশাচিক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ধৃত ২

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এখন একটি সরকারি হোমে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ঘোষ বলেন, এনসিপিসিআর এ-বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে ওই দশ নাবালককে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার চার নাবালকের বাড়ি কাঞ্চনপুর। ভিডিও কনফারেন্সের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও চার্জশিট জমা দেয়নি।

লরি

● প্রথম পাতার পর

প্রাণহানির কোন খবর নেই। লরিটি তোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছে।সেতুটি দ্রুত সংস্কার করা না হলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার আশঙ্ক দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনদুর্ভোগ আরো চরম আকার ধারণ করতে পারে। সে কারণেই দ্রুত সেতুটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আমতলী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এদিকে, বুধবার সকাল আনুমানিক ১০ঃ৩০ থেকে ১২ঃ০৫ অবধি মধুপর থানার ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে কোনাবান জিপি এলাকার অধীনে যোগিরাম পাড়াতে গোপন সংবাদের খবরে ভিত্তিতে ২৩ টি গাঞ্জা বীজতলা যেখানে প্রায় ৩৫০০০ গাঁজার চারা গাছ পাওয়া গেছে এবং সমস্ত গাঁজা গাছগুলি পর্যবেক্ষণের ঘটনাস্থলে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে অতি বৃষ্টির কারণে জল জমে যাওয়ায় বুধবার আর কিছু গাঁজার বাগান নষ্ট করতে পারেনি।আগামিদিন অন্যান্য অঞ্চলে অনুসন্ধান করে ধ্বংস করা হবে বলে জানান মধুপুর থানার ওসি।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

হরণের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে প্রত্যেক নাগরিকদের প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হতেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন পুলিশ এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল হয়। এ ধরনের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে পথচারীরাও রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়েন। এদিকে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না। করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সিপিআইএম আন্দোলন-কর্মসূচি বজায় রেখে চলেছে বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

দেন। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আক্রান্ত শিল্পী সরকার অভিযুক্ত ৫ জনের নাম উল্লেখ করে বিশালগড় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছে।সামান্য ফসল নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর ওপর এ ধরনের নির্মম ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

মহিলা কনস্টেবলের

তিনের পাতার পর

৪ জুলাই তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। গত সোমবার মৃত্যু হয় নার্জারির।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত অসম পুলিশের ৮৬৯ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এখন অবধি ৪৮৪ জন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

চট্টগ্রাম বন্দর

● প্রথম পাতার পর

করে ত্রিপুরা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে আজ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিপূর্বে হলদিয়া থেকে ১,৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ত্রিপুরায় পণ্য সামগ্রী আসত। কিন্তু, আজ হলদিয়া থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে মাত্র ৬০০ কিলোমিটারের দূরত্ব অতিক্রম করেই রাজ্যে ট্রানজিট কার্গো পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে ৪০০ কিলোমিটার চট্টগ্রাম পর্যন্ত জলপথ এবং বাকি ২০০ কিলোমিটার স্থলপথ। তাঁর দাবি, আগামী ডিসেম্বরে ফেনি নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে ২০০ কিলোমিটারের দূরত্ব আরও কমে ৬০ কিলোমিটার হয়ে যাবে। এছাড়া সোনামুড়া দাউদকান্দি আন্তর্জাতিক প্রটোকল রুট চালু হবে শীঘ্রই, আশা প্রকাশ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায়, কুমিল্লায় কিছু সেতু অতিক্রম করা অসম্ভব হওয়ার ফলে এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর-এর বিষয়েও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরে ১৮টি বিমান যাতায়াত করে। যা দেশের বেশ কিছু বড় শহরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সবমিলিয়ে রাজ্য সাতটি মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, আজ স্থলপথে হলদিয়া বন্দর থেকে যে ট্রানজিট কার্গো এসেছে, তাতে সাশ্রয় হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। ইতিপূর্বে ১,৬০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে আসা পণ্যে মেট্রিকটন প্রতি খরচ হত ৬ হাজার ৩০০ টাকা। তা কমে হয়েছে ৫,৮০০ টাকা। ফলে প্রতি মেট্রিকটনে সঞ্চয় হচ্ছে ৫০০ টাকা করে। ফেনি নদীর উপর দিয়ে পণ্য পরিবহণ হলে সেই সঞ্চয় মেট্রিকটন প্রতি ৮০০ টাকা গিয়ে পৌঁছাবে। এই সঞ্চয় রাজ্যের একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্য হ্রাস করবে, তেমনি রোজগারের সুযোগও বৃদ্ধি করবে, দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে রফতনি হয় ৩০ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী। কিন্তু, বাংলাদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে ৬৪৫ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী। নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হওয়ার ফলে আগামী ১ বছরে রফতানি ৪০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ২,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। রফতানির ক্ষেত্রে ৫ বছরে তা গিয়ে দাঁড়াবে ১, ২০০ কোটি টাকা এবং আমদানির ক্ষেত্রে ৪,২০০ কোটি টাকা। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের উন্নয়নে ‘হীরা’ সম্পন্ন হয়ে এখন হীরা প্লাসে উন্নতি চলছে বলে দাবি করেন তিনি। সাথে যোগ করেন, এভাবে রোজগার বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হবে ত্রিপুরা।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

ফোন করে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। খবর পেয়ে রুপেশ সেখানে গেলে ঘটনাটি তাকে জানায় তার প্রেমিকা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং থানার ওসি চাকমা ঘাট এবং তুই মধু এলাকায় অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন। রাজ্যের সব থানাকে এ বিষয়ে অবহিত করে অভিযুক্তদের দিকে নজর রাখার বার্তা পাঠানো হয়। পুলিশের ব্যাপক তৎপরতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের টিকির নাগাল মিলেনি। এদিকে নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা তুই মধু এলাকায় ধর্ষণকারীদের বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেছেন। ঘটনার জল আরো বহুদূর গড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন গণধর্ষণে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেকোনো মূল্যে তাদেরকে গ্রেফতার করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য রাজ্যে খুন ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানীর ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। জননিরাপত্তা নিয়ে জনমনে সংশয় ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

এদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর নেতৃত্বে কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল ওই নাবালিকার বাড়িতে যান। পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি নির্যাতিতার সাথেও কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে পুলিশ যাতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার দাবী জানিয়েছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রহ করা হবে এবং পরীক্ষা করা হবে। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, এক্ষেত্রে যাদেরই মৃত্যু হয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই বয়স বেশি এবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে ভুগছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কোভিড কোর গ্রপ, স্ট্রেটেজি কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটি রয়েছে। এই তিনটি কমিটি থেকে পরামর্শ নিয়েই রাজ্য সরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতেও এই ৩টি কমিটির পরামর্শ অনুসারে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সহায়তায় স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম

আটের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নীতি দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে আগত অতিথিদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে চন্দন ও রুদ্রাক্ষের চারাগাছ এবং বাঁশের তৈরী একটি শিল্পকর্ম তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আউটলেটটির স্পনসর আশিষ সেনের হাতে একটি শুভেচ্ছা মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ কয়েকজন দু:স্থ ও গরীব অংশের মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।

এদিকে আজ বিকেলে রাধানগর মোটর স্ট্যাণ্ডে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা ও মার্ট সিটি মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘হার্ট অব হিউমিনিটি’-র ত’তীয় আউটলেটির দ্বারোদঘাটন করেন রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা। আউটলেটের দ্বারোদঘাটন করে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বলেন, মানবসেবা আর দেবতার পুজা একে অপরের পরিপূরক। আর আমরা সকলে যদি গরীব দু:খীদের জন্য সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারি তাই প্রক’ত অর্থে দেবতাকে পূজা করা হবে। তিনি বলেন, মানবসেবার জন্য এটি পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার একটি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। তিনি আরও বলেন, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে মানুষের জীবন শৈলীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলাই হলো এর মূল লক্ষ্য। আমরা যদি প্রতিবেশীর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে তাদের কল্যাণ করতে পারি তবেই মানব জীবনের সার্থকতা আসবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব বলেন, পূর্বোদয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি মানব সেবাকে নিজের ধর্ম মনে করে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সভাপতি অলকা সিনহা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিগণ উপস্থিত দরিদ্র ও দু:স্থদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী, ব’ ও খাবার বিতরণ করেন।

সন্ধান রেশনে

আটের পাতার পর

কথায় বলাচলে মহকুমার খাদ্য দপ্তরের খামখেয়ালীপনার স্বীকার হচ্ছে লোকজন। এখন দেখার বিষয় সমগ্র বিষয়টি বিবেচনাকরে লোকজনদের স্বার্থে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

মেসিদের ফেরার দিন ঠিক করে দিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

জার্মান বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরেছে এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল। এরই মধ্যে দলগুলো এক-দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। দর্শকশূন্য মাঠে ফুটবলের বাইরেও 'প্রাণ' ফেরানোর নতুন নতুন পদ্ধতিরও দেখা এরই মধ্যে মিলেছে। আজ যেমন, নিজেদের মাঠে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গ্যালারিতে বড় বড় ব্যানার দিয়ে খালি আসনগুলো ঢেকে দিয়েছে ভলফসবুর্গ, আলাদা শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে হাজারো দর্শকের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনানোর ব্যবস্থাও করেছে। তাতে অবশ্য মাঠের ফলে তেমন লাভ হয়নি, দুই অর্ধে রাফায়েল গেরেরো ও আশরাফ হাকিমির গোলে ম্যাচটা ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ডর্টমুন্ড। তা জার্মান লিগ ফিরেছে, ইংলিশ লিগ জুনে ফেরার তোড়জোর চলছে। ইতালিয়ান লিগও ১৩ জুন ফেরাতে সব ক্লাব মত দিয়েছে, এখন শুধু সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষা। বাকি ছিল স্প্যানিশ লিগ, সেটিরও ফেরার সম্ভাব্য তারিখ জানা গেল আজ। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়ে দিয়েছেন, ৮ জুন মাঠে ফিরবে লা লিগা। মেসি-বেনজেমাদের দেখার অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।

এর আগে স্প্যানিশ লিগের প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ১২ জুন রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যে 'সেভিল ডার্বি' দিয়ে ফিরতে পারে স্প্যানিশ লিগ। কিন্তু এ-ও বলে দিয়েছিলেন, সব নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। সরকারের সিদ্ধান্তে তারিখটা আরও এগোলো। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ ক্রীড়াদৈনিক মার্কা লিখেছে, 'যা করা দরকার ছিল, স্পেন সেটা করেছে। এখন সবার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিনের অনেক কার্যক্রম ফেরানোর সময় চলে এসেছে। ৮ জুন থেকে লা লিগা মাঠে ফিরতে পারবে।'

করোনাভাইরাসের কারণে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়ার আগে লিগে সব দলের ২৭টি করে ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা, ২ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। তিনে থাকা সেভিয়ার পয়েন্ট ৪৭, এক পয়েন্ট কম নিয়ে চারে রিয়াল সোসিয়েদাদ। সমান পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে এই মৌসুমের চমক গেতাফে। ছয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ডিয়েগো সিমিওনের দলের পয়েন্ট ৪৫।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ স্পেন। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত স্পেনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ লাখ ৮২ হাজার মানুষ। প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ হাজার ৬ শ-রও বেশি।

শাহরুখ খানের পাশে বসে আইপিএল দেখার অভিজ্ঞতা

কজন অভিনেতা বলিউড এতটা মাতাতে পেরেছেন তাঁর মতো! শুধু কি বলিউড, ক্রিকেটমনস্ক শাহরুখ খান মাতিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটও। আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকদের একজন তিনি। তবে দলকে সামনে থেকে সমর্থন দেওয়া বলতে যা বোঝায় সেটা খুব ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন! ক্রিকেটমনস্ক এই শাহরুখকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার।

আইপিএলের প্রায় প্রতিটি মৌসুমেই ইডেন গার্ডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ মানেই মাঠে শাহরুখের সরব উপস্থিতি। শুধু ইডেনেই নয়, শাহরুখ কলকাতার ম্যাচ দেখেছেন অন্য মাঠেও। একবার তো দলের সমর্থন করতে গিয়ে রুদ্র মূর্তিই ধারণ করেছিলেন শাহরুখ। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচটি দেখেছেন গাওয়ার। আর বলিউড তারকার সঙ্গে খেলা দেখেছিলেন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে।

সেই স্মৃতি আজও ভোলেননি ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। গ্লোফ্যানসের আয়োজন করা কিউ-টোয়েন্টিতে গাওয়ার বলেছেন, "গত বছর আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কেকেআর ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ম্যাচ দেখার নিমন্ত্রণপেয়েছিলাম। আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তারপর রাতের খাবারের পর সোজা ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে।"

ইডেনের সেই ম্যাচের দিনই শাহরুখের সঙ্গে পরিচয় গাওয়ারের। সেই স্মৃতি নিয়ে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথা, "আমি যখন মাঠে পৌঁছাই, ম্যাচটি শেষের পথে। আমাকে সোজা শাহরুখের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয়পর্বটা ছিল একদম নিয়ম মেনে পরিপাটিভাবে। এরপর আমি তাঁর পরিচয় পেলাম একজন অসাধারণ ক্রিকেট সমর্থক হিসেবে।"

গাওয়ারের মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, ম্যাচের দিক থেকে সেটিও শাহরুখের মনোযোগ সরাতে পারেনি। এটাই বেশি মুগ্ধ করেছে গাওয়ারকে, "তাঁর মূল মনোযোগ ছিল ম্যাচে। সে এমন অবস্থায় ছিল না যে কোথাও এক জায়গায় আরাম করে বসে আমার সঙ্গে লম্বা সময় নিয়ে কথা বলবে।"

বার্সা না পারছে গিলতে না পারছে ফেলতে

"এখানে থাকো, দেখবে ক্লাবের সমর্থকেরা তোমাকে উৎসর্গ করে ভাস্কর্য বানাচ্ছে। কিন্তু বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ বা বায়ার্ন মিউনিখের মতো কোনো দলে যাও, তুমি সেখানে শুধুই আরেকজন খেলোয়াড় হয়ে থাকবে।" ঠিক তিন বছর আগে, ২০১৭ সালের মে মাসে ফিলিপে কুতিনহোকে কথাগুলো বলেছিলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। বার্সেলোনা তখন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে কুতিনহোকে লিভারপুল থেকে নিয়ে যেতে চায় বলে গুঞ্জন। লিভারপুলের সঙ্গে মাত্রই নতুন চুক্তি করা কুতিনহোকে তাই মনোযোগ ধরে রাখতে কথাগুলো বলেছিলেন ক্লপ।

কুতিনহো শোনেননি। আগস্টে প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শুরুর আগের দিন বার্সার প্রস্তাবেই টলে গিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকার। তখন লিভারপুল বিক্রি করেনি তাঁকে। কিন্তু ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ১৪ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের প্রস্তাব দেয় বার্সা, ওদিকে স্বপ্নের ক্লাবে যেতে কুতিনহোও উন্মুখ ছিলেন। কুতিনহোকে তাই বিক্রি করে দেয় বার্সা।

কিন্তু স্বপ্নের ক্লাবটা তাঁর জন্য এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন কুতিনহো?

বার্সার খেলার ধরণে "নাম্বার টেন" মেসিই। কুতিনহো লিভারপুলে যে ভূমিকাটায় উজ্জ্বল ছিলেন। বার্সায় সে সুযোগটা পাবেন না, জানাই ছিল। বার্সার ৪-৩-৩ ছকে কখনো ইনিয়েস্তার মতো মাঝমাঠের তিনজনের একজন, কখনো তিন ফরোয়ার্ডের বাঁ পাশে ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে খেলানো হয়েছে। কিন্তু লিভারপুলের মতো স্বাধীনতা তো আর পাননি। একটা দলে একজন খেলোয়াড় হয়তো নিউক্লিয়াস থাকেন, যাঁকে ঘিরে দলটা গড়ে ওঠে। মেসি থাকতে বার্সায় কোনো কোচ অন্য কোনো খেলোয়াড়কে সে জায়গা দেওয়ার কথা নয়। তর্কসাপেক্ষে সময়ের সেরা ফুটবলারের মানই এমন!

লিভারপুলের মতো এখানে তাই আর "নিউক্লিয়াস" হওয়া সম্ভব ছিল না কুতিনহোর। জ্বলেও উঠতে পারেননি। ২০১৮ সালে আধা মৌসুমে লিগে ১৮ ম্যাচে তবু ৮ গোল করেছিলেন, গত মৌসুমে আরও অনুজ্জ্বল কুতিনহো৩৪ ম্যাচে গোল মাত্র ৫টি! শুধু কী গোল, কুতিনহো উল্টো যেন ছিলেন বার্সার খেলায় গতি কমে যাওয়ার অনেক বড় কারণ। যেন মাঝ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা নাবিক!

কিন্তু একদিকে তাঁর পারফরম্যান্সে পড়তি, অন্যদিকে তাঁর বেতন বছরে ১২ মিলিয়ন ইউরো। তারওপর বার্সা তাঁকে অনেক দাম দিয়ে কেনায় তাঁকে কম দামে বেচতেও পারছে না। আবার বার্সা যা চায়, সেই দামে কুতিনহোকে কিনতে অন্য ক্লাবগুলো আগ্রহী নয়। এই মৌসুমে তাই বায়ার্ন মিউনিখে ধারে পাঠানো হয়েছিল কুতিনহোকে। সঙ্গে শর্ত ছিল, বায়ার্ন চাইলে তাঁকে ১২ কোটি ইউরোতে মৌসুম শেষে কিনে নিতে পারবে।

বায়ার্নে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছেন বটে, ৩২ ম্যাচে কুতিনহো গোল করেছেন ৯টি, করিয়েছেন ৮টি। কিন্তু ছিলেন অধারাবাহিক। বায়ার্ন তাই তাঁকে অত দামে পাকাপাকিভাবে কিনছে না! বায়ার্ন চেয়ারম্যান কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে দুদিন আগে জার্মান পত্রিকা ডার স্পিগেলে বলেছেন, "ওই সুযোগটার (কুতিনহোকে কেনার) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি সেটা কাজে লাগাইনি।" যদিও আগামী মৌসুমে কুতিনহোর জন্য একটা আশা রেখে দিয়েছেন রুমেনিগে, "আমরা এরপর আগামী মৌসুমের পরিকল্পনা করব, দেখি সেখানে ওর জায়গা হয় কি না।"

পারফরম্যান্স তো আছেই, কুতিনহোর দামে ভাটা পড়বে করোনাভাইরাসের কারণেও। করোনার কারণে সব ক্লাবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ধুঁকবে বলে পূর্বানুমান। দলবদলের বাজারে খেলোয়াড়দের দাম তাই কমবে। গুঞ্জন শোনা যায়, কুতিনহোর দাম নেমে আসতে পারে ৫ কোটিতে!

ওদিকে বার্সা আগামী মৌসুমে নেইমার ও লওতারো মার্তিনেজকে দলে আনতে চায়। কাতালান ক্লাবটির ইচ্ছা ছিল, কুতিনহো-রাকিতিচ-ভিদাল-ডেম্বেলেদের মতো খেলোয়াড়কে বিক্রি করে নেইমার-মার্তিনেজকে আনার অর্থের জোগাড় করতে পারবে। সেই পরিকল্পনা বুঝি ধাক্কা খেল!

সাকিব গুনছেন দুই রকম সময়ই

ধরুন হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। ভ্যাকসিন-ওষুধে বাজার সয়লাব। কোভিড-১৯ পুরোপুরি হার মেনে গেল মানুষ আর বিজ্ঞানের কাছে! জীবন হয়ে যাবে স্বাভাবিক। আর সবকিছুর সঙ্গে সচল হবে খেলাধুলা। তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, মুমিনুলরা তা-ধিন তা-ধিন করতে করতে মাঠে নেমে যাবেন। তবে একজন নামবেন নাসাকিব আল হাসান। তাঁর যে তখনো আরেকটি সময় গোনা শেষ হয়নি!

জুয়াড়ির কাছ থেকে অন্যায় প্রস্তাব পেয়েও সেটি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে না জানিয়ে একটা খামখেয়ালিই করেছেন সাকিব। এখন সেটির দণ্ড দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তিনি বহিষ্কৃত আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। বহিষ্কারাদেশের প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত। আর বাকি পাঁচ মাস। দুনিয়ার সব মানুষ যখন পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাস নির্মূলের দিন গুনছেন, সাকিব তখন আরেক হাতের আঙুলের কর গুনে করছেন অন্য এক হিসাবমাঠে ফিরতে অপেক্ষায় থাকতে হবে আর কত দিন?

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফোনে সাকিব এই প্রতিবেদককে সেদিন মজা করেই বলছিলেন, 'আমি দিন গুনছি দুই রকমভাবে। একটা তো কবে করোনা শেষ হবে, আরেকটা হলো কবে আমার বহিষ্কারাদেশ শেষ হবে।' রসিকতাই ছিল। তবে তার মধ্যেই হতাশাটাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ ফুটে উঠল!

গত বছরের ২৯ অক্টোবর আইসিসির নিষেধাজ্ঞা শোনার পর বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সাকিব যেতে পারেননি ভারত ও পাকিস্তান সফরে। খেলতে পারেননি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজ। করোনার অভিশাপ পৃথিবীতে না এলে বহিষ্কারাদেশের এই সময়েই বাংলাদেশ দল পাকিস্তানে গিয়ে আরেকটি টেস্ট খেলে আসত। যেত আয়ারল্যান্ড সফরে, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলত দুই টেস্টের সিরিজ। করোনার কারণে দুটোই এখন স্থগিত। এরপর শ্রীলঙ্কা সফর, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের হোম সিরিজ, এশিয়া কাপ এবং নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সফর যদি হয়ও, সাকিবের যাওয়া হবে না। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ অক্টোবর থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলে সেখানেও শুরুর দিকে দর্শক হয়েই থাকার কথা তাঁর।

তবে করোনাভাইরাসের কারণে সবই এখন অনিশ্চিত। সাকিব তাই এই ভেবে সান্ত্বনা পেতেই পারেন যে, খেলা তো এখন কোথাও হচ্ছে না! কেউই খেলতে পারছে না! এভাবেই চলতে থাকলে এমনও তো হতে পারে, ক্রিকেট আবার মাঠে ফিরতে ফিরতে সাকিবের বহিষ্কারাদেশ শেষ। বাংলাদেশের হয়ে আর কোনো খেলাই মিস করতে হলো না তাঁকে!

ভাবনাটা মনে এলেও বেশিক্ষণ টেকে না। সাকিব তো জানেন, কাল থেকে খেলা শুরু হলেও তিনি এখনই মাঠে নামতে পারবেন না! সাকিবেরই কথা, 'আমার জন্য খুব কঠিন একটা সময় যাচ্ছে। যদিও বিশ্বের কোথাও এখন খেলা হচ্ছে না, তারপরও তো আমি জানি যে কাল থেকে খেলা শুরু হলেও আমি খেলতে পারব না!'

করোনাকালেও তাই না খেলতে পারার অস্বস্তিটা আছেই। সব ঠিক হলেই কি! তাঁকে তো আরও কিছুদিন 'শিকলবন্দী'ই থাকতে হবে, 'আপনি যখন জানবেন কিছু করার ক্ষেত্রে আপনার একটা বাধা আছে, তখন অন্য কেউ সেটা নিয়ে না ভাবলেও আপনার মাথায় এটা ঘুরতেই থাকবে যে আমি তো চাইলেই এটা করতে পারব না।'

এসব ভাবনা মনে হতাশার কালো ছায়া ফেলে বলে খেলার চিন্তা সাকিব আপাতত তুলেই রাখতে চান। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যের ম্যাডিসন শহরে অবসরের পুরো সময়টা দিচ্ছেন দুই কন্যা আর স্ত্রীকে। বড় কন্যা আলাইনা তো আছেই, নতুন এসেছে জান্নাত। সময়টা যে সাকিব পরিবারের বেশ উপভোগ্যই যাচ্ছে, সেটি না বললেও চলে। এর মধ্যে খেলতে না পারার হতাশা ঢুকিয়ে শুধু শুধু পারিবারিক আনন্দ নষ্ট করা কেন!করোনা --- পরবর্তী ক্রিকেটের প্রসঙ্গ উসকে দিলে অবশ্য আলোচনা আবার খেলায় ফিরে। অনেকের মতো সাকিব এই ধারণার সঙ্গে একমত নন যে, করোনাভাইরাস ভবিষ্যৎ খেলার জগৎটাকে ওলট-পালট করে দেবে, 'আমার মনে হয় যারা বা যাদের কাছের কেউ এতে আক্রান্ত হবে না, তাদের মধ্যে তেমন পরিবর্তন না—ও আসতে পারে। একটা সময় মানুষ হয়তো ভুলে যাবে।'বল উজ্জ্বল করতে থুতু দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলোতে বদল আসার কথা অবশ্য সাকিবও বলছেন। আইসিসির ক্রিকেট কমিটি এরই মধ্যে মত দিয়েছে, বল উজ্জ্বল করতে ঘামের ব্যবহার হতে পারে, তবে লালা আর নয়। সাকিবের ধারণা, করোনার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে খেলাধুলায় অনেক চিন্তারই খোরাক জোগাবে, 'এখন তো শুনি ৩ ফুট বা ৬ ফুটও নয়, ১২ ফুট পর্যন্তও নাকি এটা ছড়াতে পারে!

F.No.2 (6)/DMMU(D)/Tender/TRLM/2019-20
Dated.21 /07/2020
Short Notice Inviting Tender

The under signed on behalf of the Governor of Tripura invites Short Quotation from the local bona fide vehicle owner s in the prescribed format (sealed with cover) for commercial hiring of 1 (One) no. vehicle (Non AC) out of three categories. In category one namely vehicles are 1. Maruti Gypsy MG413W 2. Maruti Wagonfl 3. Maruti Esteem VX 4. Maruti Celerio X 5. Maruti Eco 6. Maruti Alto K10 7. Maruti Estilo S. Maruti Omni 9, Ambassador 10. M&M Petrol Jeep. In category two vehicles are 1. M & M Bolero 2. M & M Scorpio. In category three vehicles are 1. TATA Tigor XZ Plus 2. TATA Tiago 3. TATA Indica EV2 4. TATA Indigo ECS 5, TATA Zest for use in the office of TRLM on monthly basis for different purpose mainly in connection with the office/field purpose of TRLM section under DMMU, North.

The rate should be quoted both in figures and words as per prescribed proforma. The quotationer has to attach D-Call amounting Rs. 5000/-(Five Thousand) only in favour of the District Mission Manager (DM & Collector), North Tripura, TRLM from any Nationalized Bank payable at Dharmanagar. The detailed terms & conditions arid prescribed format may be collected from TRLM section, 0/o the undersigned during working hours from the date of notification to the last date of dropping tender{up to 3:00 PM). The stated sealed cover of the quotation should be captioned "QUOTATION FOR RATE OF HIRING OF VEHICLE" sealed quotation should be dropped in the Tender Box, kept in the section of TRLM, DM & Collector office within 03:00 PM during office hours up to 4th Aug. 2020 from the date of issue of this notification. The quotation will be opened on the same day at 04:00 PM in presence of such parties or their authorised representative who may remain present at the time of opening of the quotation.

ICA/C-1100/2020-21 District Mission Manager
(DM & Collector)
DMMU, North, TRLM

CORRIGENDUM

Ref: PNIeT No. 06/NleT/EE/DWVAGT-11/2020-21

Proforma for Publishment Please read as the date of deadline for online biding as up to 15.00 Hrs. on 29.07.2020 and date of opening of online bid as 16.00 Hrs. on 29.07.2020 instead of date of deadline for online biding as up to 15.00 Hrs. on 27.07.2020 and date of opening of online bid as 16.00 Hrs. on 27.07.2020 which was narrated in 2" page of PNIeT No. 06/NleT/EE/DWS/AGT-11/2020-21 vide communicated Memo No. F 7(26)/EE/DWS/AGT-11/2139-81 Dated 09.07.2020. All other terms & conditions are remaining unchanged.

ICA/C-1094/2020-21 (Er. A. Debnath)
Executive Engineer DWS
Division, Agartala-II
Agartala, Tripura West

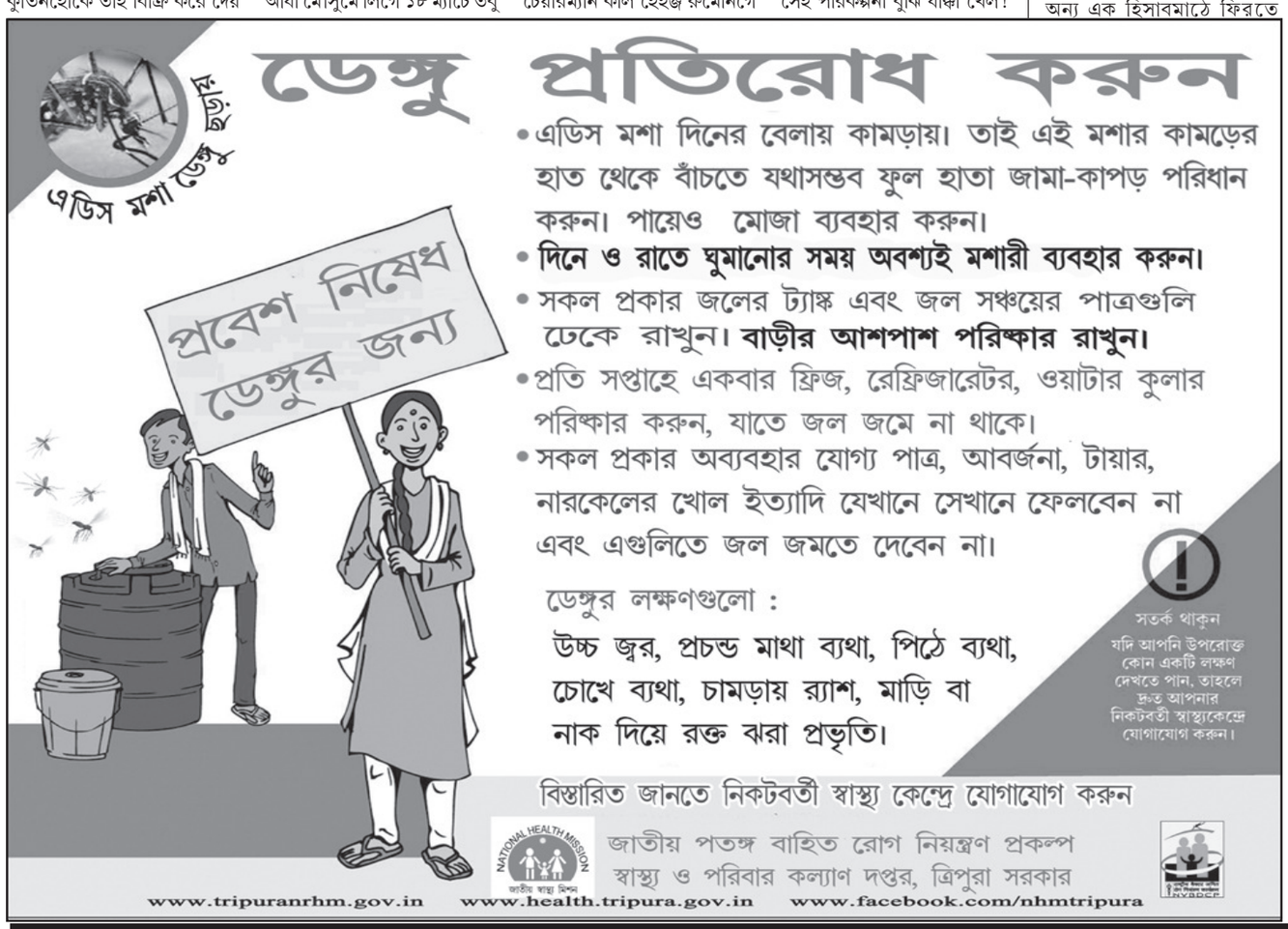

সংক্রমণের ধারা অব্যাহত, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৪২,৯৪২

ওয়াশিংটন, ২৩ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না আমেরিকায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩,৯৬৭ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩, ৯৫৫,৮৬০-এ পৌঁছে গিয়েছে।

আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিলও থামছেই না। রোজই বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শেষ ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১,০৫৯ জনের, ফলে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৪২-তে পৌঁছে গিয়েছে।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে নিউইয়র্ককেও ছাপিয়ে গিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া।আমেরিকার পশ্চিমের এই স্টেটে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৫, ০০০-তে পৌঁছে গিয়েছে।

৫ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫৮৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৩২,৬৭৪

জয়পুর, ২৩ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নতুন করে ৩৩৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২,৬৭৩। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ৩৩৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৩৪ জন।আক্রান্ত ৩৩৯ জনের মধ্যে আজমের-এ ৩০ জন, আলওয়ারে ৯২ জন, বন্সওয়াড়ায় ৩ জন, বরণে ১০ জন, দৌসায় একজন, গঙ্গানগরে একজন, জয়পুরে ৫১ জন, ঝালাওয়ারে একজন, ঝুনঝুনুতে একজন, যোধপুরে ১০৫ জন, কোটায় ৪১ জন এবং সওয়াই মাধপুরে ৩ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৬৭৩-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩, ৪৯৮ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৮,৫৮৭ এবং নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৮৮ জনের।

উধমপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে গেল গাড়ি, শিশু-সহ নিখোঁজ ৪ জন

জম্মু, ২৩ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, তবে তিনটি শিশু-সহ ৪ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল উধমপুর জেলার রামনগরে। বৃহস্পতিবার সকালে রামনগরে এসডিপিও জানিয়েছেন, বুধবার যাত্রীবাহী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। নদীতে ব্যাপক স্রোত থাকার কারণে তলিয়ে যান ৫ জন, তাঁদের মধ্যে তিনটি শিশু। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে একটি দেহ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এসডিপিও জানিয়েছেন, নদীতে ব্যাপক স্রোত থাকার কারণে উদ্ধারকাজ বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে।

'হার্ট অব হিউমিনিটি' আউটলেটের সূচনা দু:স্থ লোকেদের সহায়তায় স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। দু:স্থ এবং অসহায় মানুষদের সহায়তার জন্য 'হার্ট অব হিউমিনিটি' আউটলেট তৈরি করে রাজ্যে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা। রাজ্যের অসহায় মানুষের সাহায্যে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। 'হার্ট অব হিউমিনিটি' আউটলেট দু:স্থ লোকেদের সহায়তার জন্য একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে, যা মানবতার প্রতীক স্বরূপ। আজ আগরতলার শংকর চৌমুহনীতে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা আয়োজিত 'হার্ট অব হিউমিনিটি' আউটলেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আগরতলার তিনটি প্রান্তে তিনটি আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীর শংকর চৌমুহনীতে এ ধরণের একটি আউটলেটের আজ সূচনা হলো। এই আউটলেটগুলিতে রাজ্যের যে কোন ব্যক্তি তাদের প্রতিদিনকার অব্যবহৃত যেকোন বস্তু যেমন পরিধানের ব', শিক্ষা উপকরণ, ফল, খাবার যা অন্যদের ব্যবহারের উপযোগী তা দান করতে পারেন। পরবর্তীতে দু:স্থ লোকেরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে সে সকল সামগ্রী এই আউটলেটগুলি থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্থাপনের এবং পরিকাঠামোগত সংস্কারের কাজ বিগত দু'ই বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস' এই মূল মন্ত্রকে পাথেয় করেই রাজ্য সরকার সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি রোজগারের সুবন্দোবস্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ মূলত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ত্রিপুরাকে 'হীরা' বানাতে চেয়েছেন। এই 'হীরা' বাস্তবায়ণে রাজ্য অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জলপথ হয়ে পণ্যসামগ্রী আগরতলা আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। জলপথের পাশাপাশি সড়ক পথেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। পূর্বের একটি জাতীয় সড়কের পাশাপাশি নতুন আরও ৬টি সড়ক পথের সংযোজন হয়েছে। পাশাপাশি আরও একটি সড়ক পথের কাজ এগিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আসাম আগরতলা সড়ক পথের মানোন্নয়নের কাজও শুরু হয়েছে। রেল সম্পসারণে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে রাজ্যে। বর্তমান সময়ে বিলোনীয়া পর্যন্ত বডগেজ পৌঁছে গিয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির আগেও প্রতিদিন ১৮টি বিমান উঠানামা করেছে রাজ্যে। রাজ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থল এবং জলপথ সম্পসারণের উদ্যোগ নেওয়ার কারণে পণ্য পরিবহণ খরচ অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, ছবিমুড়া, ঊনকোটির মতো রাজ্যের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে আসা সমগ্র ভারতবর্ষের ভ্রমণকারীদের কাছে এই 'হার্ট অব হিউমিনিটি' আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দ হয়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার এই উদ্যোগ অভিনব এবং সৃষ্টিশীল। রাজ্য সরকার রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে অভিনব চিন্তা ভাবনা নিয়ে জনগণের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। এ ধরণের অভিনব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, সংস্থার এই অভিনব উদ্যোগের ফলে দু:স্থ মানুষের সহায়তায় কিছু করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাগত বক্তব্যে পুর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা নীতি দেব বলেন, 'হার্ট অব হিউমিনিটি' ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর জন্য সমর্পিত। জনগণের সহযোগিতায় এ ধরণের মহৎ উদ্যোগ সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগ মানবতার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজমদার। উপস্থিত ছিলেন পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সভাপতি অলকা সিনহা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তাদের আনা বিভিন্ন সামগ্রী আউটলেটে রাখেন।

মানব সেবার দিশাতেই কাজ করছে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা। সেবামূলক মনোভাব ও চিন্তাধারার মাধ্যমেই মানবসেবায় নিয়োজিত হওয়া সম্ভব। রাজনীতি, প্রশাসন ও সরকারের উর্দ্ধে হল সেবামূলক মনোভাব। আজ জি বি বাজারে পুর্বোদয় সামাজিক সংস্থার 'হার্ট অব হিউমিনিটি'-র দ্বিতীয় আউটলেটের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। এই আউটলেটগুলির মাধ্যমে দু:স্থ ও গরীব মানুষদের জন্য দানক'ত খাদ্য ও পরিধানযোগ্য ব' প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন এই আউটলেটগুলোতে যে দান করবেন এবং যে দান গ্রহণ করবেন তাদের নাম উল্লেখ থাকবে না। আজকের দিনে এ ধরণের নি:স্বার্থ সেবামূলক মনোভাব খুবই সুন্দর। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বদা সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ করে যাওয়া উচিৎ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, এধরণের মানবিক ও নতুন উদ্যোগের ফলে সাধারণ ও দু:স্থ মানুষদের খাদ্য ও ব'ের অভাব কিছুটা পূরণ করা সম্ভব হবে। এই মহৎ উদ্যোগের ফলে যারা সমাজের জন্য কিছু করতে চান তাদেরকেও প্রভাবিত করবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানের কোভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত রাজ্যবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাজ্যকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং এইগুলির সার্বিক রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যকে মডেল রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার শৈলেশ যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা, ডা. অশোক সিনহা, আউটলেটটির স্পনসর টেরেসা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কর্ণধার আশিষ সেন ও পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট অলকা সিনহা

ছয়ের পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া বাজারে কংগ্রেসের মাক্স বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৩ জুলাই।। গন্ডাছড়া বাজারে কংগ্রেসের মাক্স বিতরণ। ৪৪ রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া বাজারে ক্রেতা,বিক্রেতা সহ পথ চলতি সাধারন মানুষজনদের মধ্যে প্রায় পাঁচ শত মাক্স বিতরন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা, ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান করোনা ভাইরাসের প্রকোপ যতদিন চলবে, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিন গুলোতেও জারি থাকবে।

সাত দফা দাবীতে ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। অল ইন্ডিয়া কিসান ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে নয় দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।আন্দোলনে শামিল হয়ে সংগঠনের নেতা সুব্রত চক্রবর্তী জানান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নাতির প্রতিবাদে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগরতলার কৃষ্ণনগরের তারা আন্দোলনে সামিল হন বলে

তিনি।সংগঠনের নেতা সুব্রত চক্রবর্তী আরো জানান লোকজনের সুযোগকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সহ বিভিন্ন আইন সংশোধন করে জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শ্রম আইন সংশোধন করে বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এ ধরনের জনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া কিসান ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পুর নিগমের মজদুর সংঘের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ৭ দফা দাবিতে আগরতলা পৌর নিগমের মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে পুর নিগমের কর্তৃপক্ষের কাছে বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মীদের প্রতি মাসে ১৫০০০ টাকা করে মজুরি প্রদান করতে হবে।

সাফাই কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে অফিসের কাজে নিযুক্ত করতে হবে।আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুরো সাফাই কর্মীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ পুরো সাফাই কর্মীদের কাজকর্মের তেমন কোনো মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। পুরাই কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়।

সবাই কর্মীদের মজুরি মাসিক কম করে ১৫০০০ টাকা প্রদান করার দাবিতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

মান্ডব কিল্লা উচ্চ বিদ্যালয় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুলাই।। চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বাতানমুরা এডিসি ভিলেজের মান্ডব কিল্লা উচ্চ বিদ্যালয় চতুর্দিকে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী। এই স্কুলটি অপরূপ মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে অবস্থিত। প্রচুর পরিমাণ জাতি-উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এই স্কুলে।১৯০৫ সনে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে।

এই বিদ্যালয় থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে সুনামধন্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে চতুর্দিকে বাউন্ডারি ওয়াল নেই। যার ফলে অবাধে বিদ্যালয়টির মাঝখানে গবাদিপশুর বিচরণ করছে। বৃষ্টি হলে এলাকার অনেকেই স্কুলের বারান্দায় গবাদি পশু এবং ছাগল বেঁধে রাখে। যা দেখে এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলের বুক ফেটে যায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে স্কুলের বারান্দায় বিভিন্ন সময় নেশাখোরদের অবাধ বিচরণ দেখা যায় বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

অতি দ্রুত এলাকাবাসীর দাবি স্কুলটিতে যাতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

রাইফেলম্যান নিয়োগে ব্যরো অব পুলিশ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টের গাইডলাইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজ্য সরকার পুলিশে যে ১৪৮৮ জন রাইফেলম্যান (জিডি) নিয়োগ করবে তা সম্পর্ণ স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে করা হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যরো অব পুলিশ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টের গাইডলাইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আরক্ষা মন্ত্রণালয় রাজ্যগুলিকে ব্যরো অব পুলিশ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টের গাইডলাইন কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বলেছিলো। কিন্তু দেখা গেছে বিগত রাজ্য সরকার পুলিশ ও টি এস আরে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ মেনে নিয়োগ করেনি। শিক্ষামন্ত্রী তথ্য দিয়ে জানান, ২০১৫ সালে ৫৯৩ জন পুলিশ কনস্টেবল, ২০১৬ সালে ১৫০ জন মহিলা কনস্টেবল, ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে টি এস আর ১২ ও ১৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নে যে ১৬০০ জওয়ান নিয়োগ করা হয়েছিলো তাতে কোনও ধরণের স্বচ্ছ পদ্ধতি মেনে নিয়োগ করা হয়নি।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন থেকে লিখিত পরীক্ষার জন্য থাকবে ৬০ নম্বর, শারীরিক পরীক্ষার জন্য থাকবে ৩০ নম্বর এবং ১০ নম্বর থাকবে ইন্টারভিউর জন্য। অতীতে পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার জন্য ছিলো ৬০ নম্বর এবং ইন্টারভিউর জন্য ছিলো ৪০ নম্বর। শারীরিক পরীক্ষার জন্য কোনও নম্বর ছিলো না। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ছিলো না। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার পুলিশ ও টি এস আরে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আঙ্গলের ছাপ, পার্সোনালিটি টেস্ট, ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি সহ আধুনিক বৈ'ানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় আরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে তাদের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছিলো যে পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট রিক্র্যটমেন্ট প্রসেস (টি আর পি) থাকতে হবে। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় আরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশককে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলো যে পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে টি আর পি-র কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা। পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছিলো পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে বিগত সরকার রাজ্যে পুলিশ ও টি এস আরে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বা কেন্দ্রীয় আরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনও ধরণের নির্দেশ মান্য করেনি।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, কোনও একটা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে পুলিশের কনস্টেবলের পরিবর্তে ১,১০০ এস পি ও কেন নিয়োগ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার যে ১,১০০ এস পি ও নিয়োগ করবে তা পুলিশের শূন্যপদের বিপক্ষে নয়।

রাজ্য সরকার এস পি ও নিয়োগ করবে যাতে রাজ্যের প্রতিটি ভিলেজ ও প'ায়েতে অন্তত একজন করে এস পি ও থাকে এবং পুলিশের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে পারে। পুলিশের শূন্যপদে এস পি ও-দের নিয়োগ করা হবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

খোয়াইয়ে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ক্ষোভ ভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ জুলাই।। চলতি মাসে টি.এস.ই.সি বিল দেখে এমন অভিযোগই করছেন গ্রাহকরা। গ্রাহকরা বলছেন, যাদের প্রতি মাসে ৩০০/৪০০ টাকা করে বৈদ্যুতিক বিল আসে। এই মাসে এসেছে এক হাজার বা দেড় হাজার। কারও ২ হাজার আবার কারও ৪ হাজার টাকা বিল পাঠিয়েছে। যা দেখে উপভোক্তাদের চোখ কপালে উঠেছে। এই নিয়ে খোয়াইয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন উপভোক্তারা। খোয়াই বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে এদিন এই অভিযোগে গ্রাহকরা সংবাদ মাধ্যমে কর্মীদের কাছে ক্ষোভ উগরে দিলেন।

লকডাউনে আয় নেই। টাকা কোথায়? এত টাকার বিল দেব কী করে? আর এই বিশাল অঙ্কের বিল হল কী করে? গ্রাহকদের প্রশ্ন, অভিযোগ এখন শুধুই একটাই।

খোয়াইয়ের সিনিয়ার ম্যানেজার অবশ্য যুক্তি দিয়ে বলেন, মার্চ মাস থেকে লকডাউন। যার ফলে মিটারের রিডিং নেওয়া যায়নি। মে মাস পর্যন্ত বিগত তিন মাসের অ্যাভারেজ মিটার রিডিং দেখে বিল পাঠানো হয়েছে। জুন মাস আনলক ঘোষণার পর থেকে মিটার রিডিং নেওয়া হচ্ছে। দেখা গিয়েছে, অ্যাভারেজ মিটারের থেকে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে। সেটা বাড়তি ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এই মাসে যুক্ত করা হয়েছে। লকডাউনে সবাই ঘরে। সবার বিদ্যুৎ ব্যবহার বেড়েছে। তার ওপর গরমের সময়। মানুষের সমস্যা হলে ইনস্টলমেন্টে দিতে পারেন। সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৬৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলা আখাউড়া রোডে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ দেশের সংগঠন সংগঠন অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ।তবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সারা রাজ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এ উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে মাস্ক সেনিটাইজার এবং ফল বিতরণ করা হয়।সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই এ ধরনর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করার খবর মিলেছে। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মজদুর সংঘের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মনুবাজারেও প্লাস্টিক আটার সন্ধান রেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুলাই।। মনু বাজার সরকারি নায্যমূল্যের দোকানথেকে উদ্ধার প্লাষ্টিকের আটা। গতকাল শান্তির বাজারের নারাইফাং এলাকায় একটি সরকারি নায্য মূল্যের দোকানথেকে প্লাষ্টিকের আটা উদ্ধারের সংবাদ প্রকাশের পর শান্তির বাজারের গ্রাহকরা সচেতন হচ্ছে। এরইমধ্যে গতকালকের সংবাদ দেখে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনুবাজার রেশনসোপের এক গ্রাহক আটাগুলি প্লাষ্টিক কিনা তা যাচাই করেন। এতে উঠেআসে তিনি রেশন থেক যে আটা ক্রয় করেছেন সেগুলি প্লাষ্টিকের আটা। উনার পরিবারের লোকজন জানান বিগত কয়েকদিন আগে উনারা সমস্ত রেশন সামগ্রী ক্রয় করেছেন। এরমধ্যে ১০ কেজি আটা ক্রয়করেছেন। উনারা গতকালকে শান্তির বাজারে রেশনসোপ থেকে প্লাষ্টিক আটা উদ্ধারের সংবাদ দেখে সচেতনহন এবং রেশনের ক্রয় করা আটগুলি নিজবাড়ীতে পরিক্ষা করেদেখে এগুলি প্লাষ্টিকের আটা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রাহকরা সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হন। ঘটনার খবর পেয়ে রেশনে উপস্থিত হন খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা। তবে উনারা এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনোপ্রকার মুখখুলতে নারাজ। খাদ্য দপ্তরের এই নিরবতার পিছনে কি কারন তানিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেযায়। দপ্তর বিগত দিনথেকে প্লাষ্টিকের আটা উদ্ধারের অভিযোগপেয়েও কোনোপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরেননি। শুধুমাত্র একটি রেশনসোপে আটা বিক্র বন্ধ রাখার পরামর্শদেন। কিন্তু এখন দেখাযাচ্ছে অন্যান্য রেশনসোপের বিরুদ্ধ অভিযোগ আসতে শুরুকরেছে। এইনিয়ে দপ্তরের খামখেয়ালীপনার শিকার হচ্ছ গ্রাহকরা। এই প্লাষ্টিকের আটাখেয়ে লোকজন অসুস্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেযায়। এক

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ১২ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু বেড়ে ২৯,৮৬১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। বাড়তে বাড়তে বৃহস্পতিবার ভারতে ১২ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৫,৭২০ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৯,৮৬১ জন এবং সংক্রমিত ১২,৩৮,৬৩৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭, ৮২,৬০৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ১৬৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৯,৮৬১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৮২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৬৪ জন, বিহারে ২১৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ২৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৭১৯ জনের, গোয়া ২৮ জন, গুজরাটে ২,২২৪ জনের, হরিয়ানায় ৩৭২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৭৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৪ জনের, কর্ণাটকে ১,৫১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৫ জন, লাদাখে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৭০ জন, মহারাষ্ট্রে ১২,৫৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৪ জন, ওড়িশায় ১০৮ জনের, পুদুচেরিতে ৩১ জন, পঞ্জাবে ২৬৯ জন, রাজস্থানে ৫৮৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩,১৪৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৩৮ জন, ত্রিপুরায় ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৭ জন, উত্তর প্রদেশে ১,২৬৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,২২১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র ছাড়াও দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ভাবিয়ে তুলছে দেশবাসীকে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৭৬,০৭-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২,৬৩, ২৩, গুজরাটে ৫১,৩৯৯, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯,৩২১, উত্তর প্রদেশে ৫৫,৫৮৮ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,৬৪,৯২।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২২ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৫০,৭৫,৩৬৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২২ জুলাই ৩,৫০,৮২৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।